৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ১০

টপিক:

আধুনিক যুগ-৩: কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী ও ফররুখ আহমদ এবং সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা। কাল্পনিক সংলাপ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

কাজী নজরুল ইসলাম

- **জন্ম:** ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রি. (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।
- **সমাধি:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গন।
- **জাতীয়তা:** বাংলাদেশী (১৯৭৬)।
- **কর্মজীবন (সেনাবাহিনী):** ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী, কার্যকাল (১৯১৭–১৯২০), পদমর্যাদা- হাবিলদার, ইউনিট-৪৯তম বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যুদ্ধ/সংগ্রাম- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
- **সম্পাদিত পত্রিকা:** দৈনিক নবযুগ (১৯২০), ধূমকেতু (১৯২২), লাঙ্গল (১৯২৫)।
- **পুরস্কার:** স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭), একুশে পদক (১৯৭৬), পদ্মভূষণ (১৯৬০)।
- **মৃত্যু:** ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ) (বয়স ৭৭) ঢাকা, বাংলাদেশ।

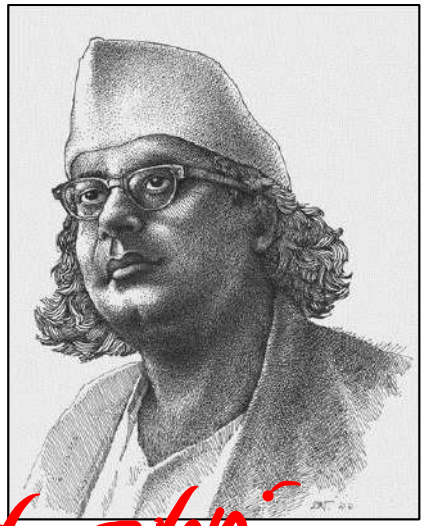

কাজী নজরুল ইসলাম

❑ সাহিত্যকর্ম

কাব্যগ্রন্থ

বিদ্রোহপ্রধান	প্রেমপ্রধান কাব্য	জীবনীমূলক কাব্য	শিশুতোষ কাব্য
▪ অগ্নিবীণা (১৯২২) ▪ বিষের বাঁশী (১৯২৪) ▪ ভাঙ্গার গান (১৯২৪) ▪ সাম্যবাদী (১৯২৫) ▪ সর্বহারা (১৯২৬) ▪ প্রলয়শিখা (১৯৩০)	▪ দোলনচাঁপা (১৯২৩) ▪ ছায়ানট (১৯২৫) ▪ পুবের হাওয়া (১৯২৬) ▪ সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭)	▪ চিত্তনামা (১৯২৫) ▪ নতুন চাঁদ (১৯৪৫) ▪ মরু-ভাস্কর (১৯৫১) ▪ ঝড় (১৯৬১)	▪ ঝিঙেফুল (১৯২৬) ▪ সাত ভাই চম্পা (১৯৩৭)

উপন্যাস

- বাঁধনহারা (১৯২৭)
- মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০)
- কুহেলিকা (১৯৩১)

গল্পগ্রন্থ

- ব্যথার দান (১৯২২)
- রিক্তের বেদন (১৯২৫)
- শিউলিমালা (১৯৩১)

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ

- রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩)
- যুগবাণী (১৯২৬)
- দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬)
- রুদ্রমঙ্গল (১৯২৭)
- ধূমকেতু (১৯৬১)
- মন্দির ও মসজিদ

নাটক

- ঝিলিমিলি (১৯৩০)
- আলেয়া (১৯৩১)
- পুতুলের বিয়ে (১৯৩৩)
- মধুমালা (১৯৬০)

অনুবাদ গ্রন্থ

- দিওয়ানে হাফিজ (১৯৩০)
- কাব্য আমপারা (১৯৩৩)
- রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৯৫৮)

কাজী নজরুল ইসলাম

❑ সাহিত্যকর্ম

প্রথম রচনাসমূহ		বাজেয়াপ্ত গ্রন্থসমূহ		
রচনার ধরন	রচনার নাম	ক্র. নং	গ্রন্থসমূহ	নিষিদ্ধের তারিখ
কবিতা	মুক্তি	১	যুগবাণী	নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর ১৯২২
কাব্যগ্রন্থ	অগ্নিবীণা	২	বিষেরবাঁশী	নিষিদ্ধ হয় ২২ অক্টোবর ১৯২৪
প্রবন্ধ	তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা	৩	ভাঙার গান	নিষিদ্ধ হয় ১১ নভেম্বর ১৯২৪
প্রবন্ধগ্রন্থ	যুগবাণী	৪	প্রলয় শিখা	নিষিদ্ধ হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩০
গল্প	বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী	৫	চন্দ্রবিন্দু	নিষিদ্ধ হয় ১৪ অক্টোবর ১৯৩১
গল্পগ্রন্থ	ব্যথার দান	**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** গ্রন্থ হিসেবে 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি কখনো নিষিদ্ধ হয়নি। তবে এ কাব্যের 'রক্তাম্বরধারিণী মা' কবিতাটি নিষিদ্ধ হয়।		
নাটক	ঝিলিমিলি			
নাট্যগ্রন্থ	ঝিলিমিলি (৩টি নাটক একত্রে)			
উপন্যাস	বাঁধনহারা			

(ข) นิสิต ปริญญา โท.

(๑) ครูทู: ฟารี มา

(๒) อนพิน: โจรมร

(๑) หนูกกี = ๒๔๕

✓ กุณ่ เนินอ = ๒๑

✓ ฒู้ดกา → ราษฎ

(๒) ✓ ตนักู ภาษ = ๒๑

(๓) ✓ ใดซุ ดั้ม = ๒๓

কাজী নজরুল ইসলাম

❖ কাব্যে নজরুলঃ

❑ **অগ্নিবীণাঃ** ১৯২২ সালে প্রকাশিত হওয়া নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্য গ্রন্থে মোট ১২টি কবিতা রয়েছে। প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস, দ্বিতীয় কবিতা বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহী কবিতাই নজরুলকে তুমুল জনপ্রিয়তা এনে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনে বসায়। অন্যান্য কবিতা গুলোর মাঝে রক্তাম্বর ধারিনী মা, ধূমকেতু, শাত-ইল-আরব, কামাল পাশা, খেয়াপারের তরণী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুল অগ্নিবীণা কাব্যটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। উল্লেখ্য, **অগ্নিবীণা কখনো নিষিদ্ধ হয়নি**।

❑ **সাম্যবাদীঃ** নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ। প্রতিটি কবিতায় সাম্যের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। গণমানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন নজরুল এই কাব্যের কারণে। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হল কুলি-মজুর, নারী, মানুষ, সাম্যবাদী ইত্যাদি।

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] + [illegible]

= [illegible] [illegible] + [illegible] + [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

কাজী নজরুল ইসলাম

- **দোলন-চাঁপাঃ** এটি মূলত বিদ্রোহ প্রধান কাব্য এবং নজরুলের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ। প্রথমে নিষিদ্ধ হলেও পরে সে আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। উল্লেখযোগ্য কবিতা হল: শিকল পরার গান, বন্দীর-বন্দনা, জাতের বজ্জাতি।

- **চক্রবাকঃ** চক্রবাক মূলত প্রেম-প্রধান কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে মোট ১৯টি কবিতার রয়েছে। এই কাব্যের প্রতিটি কবিতায় নজরুলের বেদনার ছবির পাশাপাশি প্রেমের অনুভূতি ও অতীত সুখের স্মৃতিচারণা দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হল: তোমাকে পরিছে মনে, বাদল রাতের পাখি, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর-সারি, বর্ষা বিদায়, সাজিয়াছি বর, মৃত্যুর উৎসবে, মিলন মোহনায় ইত্যাদি।

- **মরু-ভাস্করঃ** এটি মূলত জীবনী কাব্য। হযরত মুহম্মদ (সা.) এর জীবনী কাব্য। কাব্যটি ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। হযরত মুহম্মদ (সা.) এর জীবনী নিয়ে চারটি সর্গে মোট ১৮ টি কবিতা রয়েছে এতে। উল্লেখযোগ্য কবিতা- অনাগত, স্বপ্ন, সাক্কুস সদর, সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, শাদী মোবারক, নও কাবা ইত্যাদি।

কাজী নজরুল ইসলাম

❖ **উপন্যাসও নজরুলঃ** কাজী নজরুল ইসলাম উপন্যাস লিখেছিলেন মোট ৩টি। এগুলো হল: বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা। নজরুলের উপন্যাসে প্রেমিক, বিপ্লবী ও বিদ্রোহী, বেদনা কাতর নজরুল সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

❖ **প্রবন্ধ ও নজরুলঃ** অগ্নিবীণার কাব্যিক বিপ্লবী নজরুল গদ্যের ইস্পাত কঠিন ভাষার গাঁথুনিতে এক অপরাজেয় শক্তি নিয়ে হাজির হয়েছেন প্রবন্ধে। কাব্যের বিদ্রোহী নজরুল যেন আরো শক্তিশালী ও তেজী-প্রবন্ধে। তাঁর যুগবাণী, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দি, ধূমকেতু ইত্যাদি প্রতিটি বই এক অসাধারণ গদ্যশিল্পীকেই আমাদের সামনে হাজির করে।

❖ **সঙ্গীত ও নজরুলঃ** এখন পর্যন্ত নজরুল গবেষকদের অনুমান যে, নজরুল রচিত গানের সংখ্যা ৬০০০ এর বেশি। এই কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কারো নেই। নজরুলের গানে প্রেম, বিরহ, ধর্ম, বিপ্লব মিলেমিশে একাকার। গীতিকার নজরুলকে সন্ধান করলে বাংলা সাহিত্যে নজরুল গীতির এক মহাসমুদ্রই দৃশ্যমান হয়।

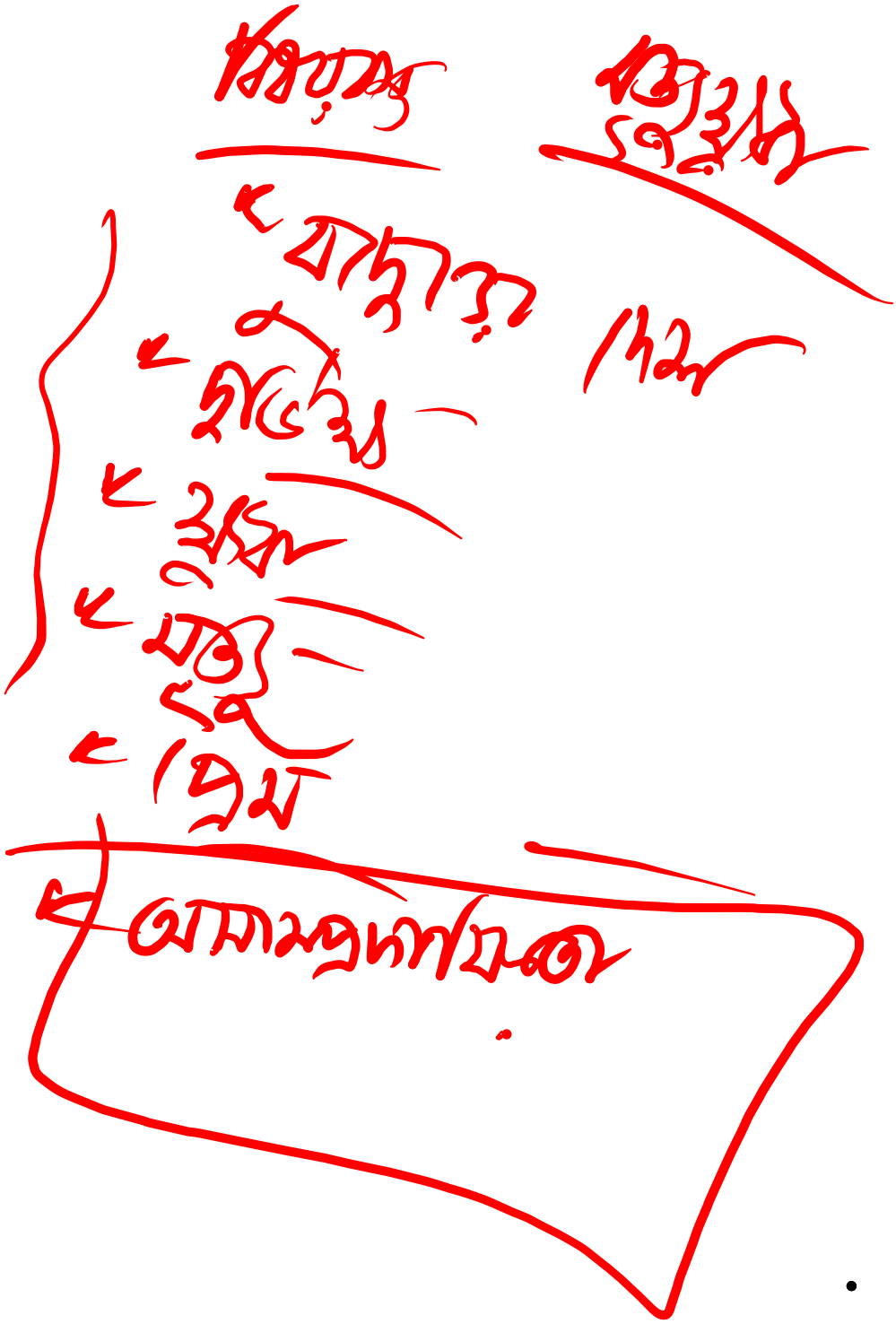

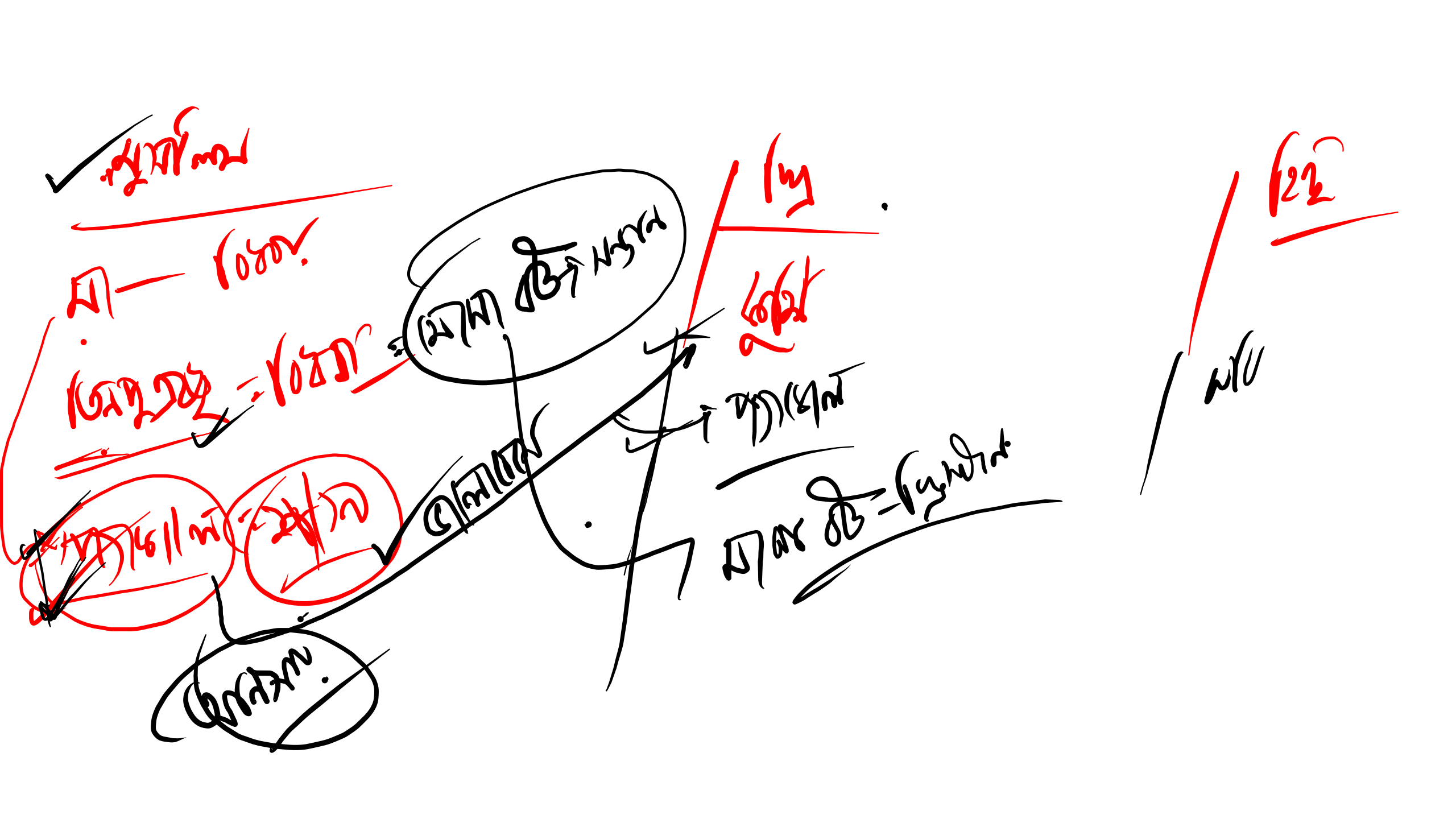

জসীম উদ্‌দীন

- **জন্ম :** ১ জানুয়ারি ১৯০৩ তাম্বুলখানা গ্রামে, ফরিদপুর (মাতুলালয়)
- **মৃত্যু :** ১৩ মার্চ ১৯৭৬ (বয়স ৭৩)
- **উল্লেখযোগ্য রচনাবলি: কাব্যগ্রন্থ :** রাখালী (প্রথম কাব্য গ্রন্থ - ১৯২৭), বালুচর, ধানক্ষেত, সোজন বাদিয়ার ঘাট, নকশী কাঁথার মাঠ (শ্রেষ্ঠ রচনা-১৯২৯), মাটির কান্না, মা যে জননী কান্দে, কাফনের মিছিল, জলে লেখন। **উপন্যাস :** বোবাকাহিনী (১৯৬৪)। **গদ্যগ্রন্থ (স্মৃতি কথা) :** যাঁদের দেখেছি (১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায় (১৯৬১)। **শিশুতোষ গ্রন্থ :** হাসু, এক পয়সার বাশিঁ, ডালিম কুমার। **ভ্রমণ কাহিনী :** চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড়। **নাটক :** পদ্মাপাড়, মধুমালা, বেদের মেয়ে, পল্লীবধূ, গ্রামের মায়া। **আত্মজীবনী :** জীবন কথা (১৯৬৪)।

প্ৰশ্ন

(ক) মালিকে বেতন: মাহ কিমান?

(খ) ২ /মাহত আঠাৰ: টকা: দিব কিমান?

(গ) ৪ /মাহৰ (পাৰিশ্ৰমিক) তেওঁক: দিব?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

123 [illegible]

[illegible]

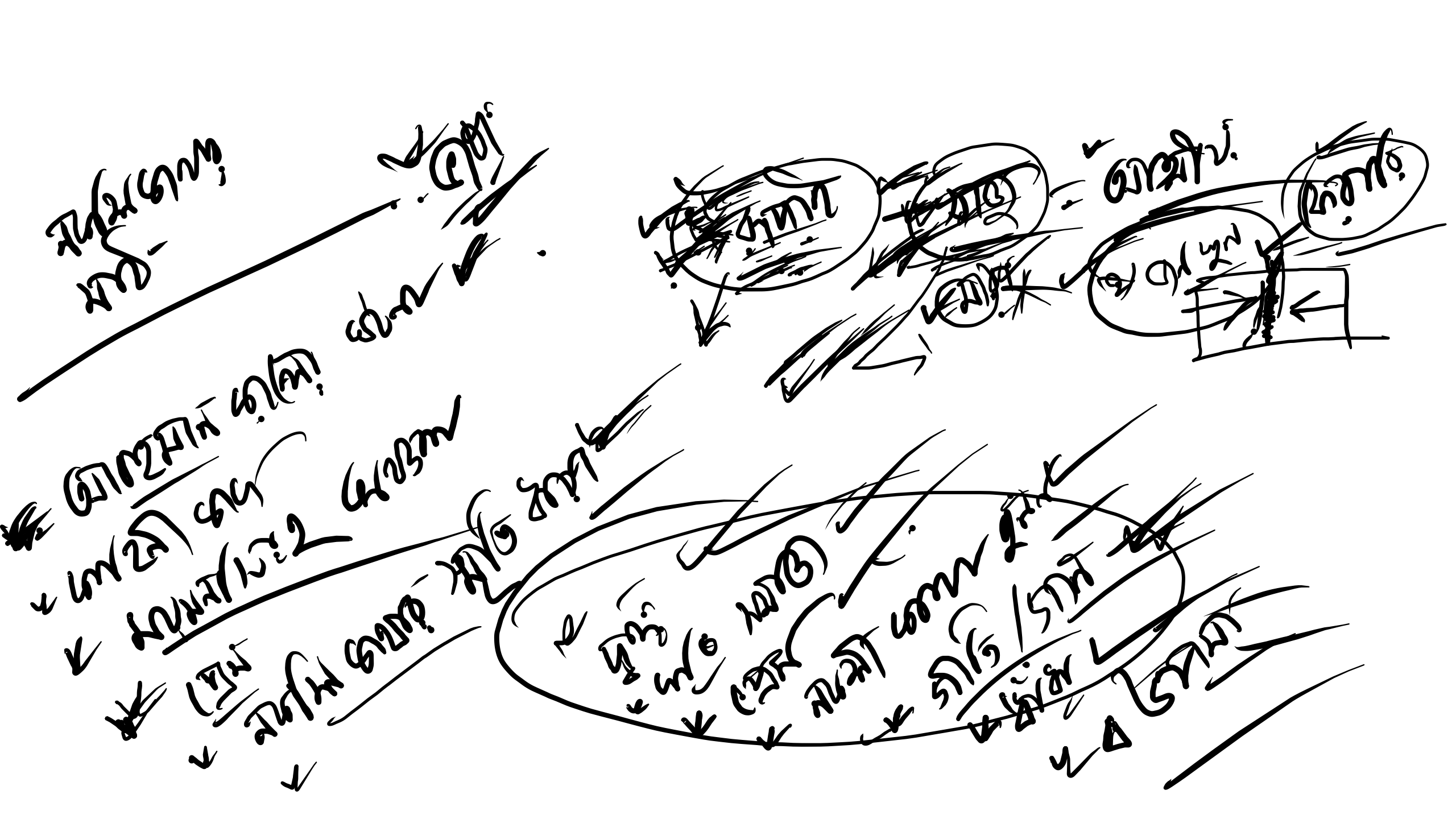

(১) 'কবিতা' শব্দ তৈ:

(১) [illegible] [illegible] [illegible]

(২) [illegible] ও [illegible]: [illegible]

(৩) [illegible] [illegible] [illegible]

« তৈ: শব্দ [illegible]

↙ [illegible]:

↙ [illegible]:

↙ [illegible]

জসীম উদ্‌দীন

❖ **নকশী কাঁথার মাঠঃ** ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হওয়া নকশী কাঁথার মাঠ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জসীম উদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনী কাব্য। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে রচিত এই কাব্যটি বহু বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। রূপাই ও সাজু নামের দূর সম্পর্কের দুই খালাতো ভাই বোনের প্রেম, পরিণয় ও ট্র্যাজিক পরিণতি দিয়ে কাব্যের সমাপ্তি। E. M.Milford। কর্তৃক "The Field of the Embroidered Quilt" নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। প্রেমের পাশাপাশি গ্রামীণজীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ সংস্কৃতি, বেচে থাকার তীব্র লড়াই, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, গ্রাম্য জীবনের সরলতা ইত্যাদি অত্যন্ত নিপুণ দক্ষতায় ফুটে ওঠছে এই কাব্যে।

❖ **সোজন বাদিয়ার ঘাটঃ** ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত সোজন বাদিয়ার ঘাট জসীম উদ্‌দীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী কাব্য। সোজন আর দুলীর প্রেমের চিত্রের ভেতর দিয়ে কবি এতে আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের অনবদ্য রূপকল্পকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

জসীম উদ্‌দীন

❖ **কবরঃ** রাখালী কাব্যের অন্তর্গত জসীম উদ্‌দীনের সর্বাধিক আলোচিত কবিতা। কবিতাটি প্রথমে কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। এই কবিতায় একজন বৃদ্ধ দাদুর জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পরিবারের আপনজন ৫ জন মানুষের মৃত্যুশোক বুকে বহন করে বেঁচে থাকা বৃদ্ধের জবানীতে রচিত হয়েছে কবর কবিতার করুণ সুরে। ঘনিষ্ঠ আপনজন সবাইকে হারিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত এক বৃদ্ধের নীরব দুঃখ পাঠকের চৈতন্যকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে স্পর্শ করে।

❖ **বাংলা লোকসঙ্গীত ও জসীম উদ্‌দীনঃ** বাংলা লোকসঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত কবি জসীম উদ্‌দীন। কাব্য নাটক ও গানে পল্লীর মানুষের জীবনচিত্র এঁকেই তিনি হয়েছিলেন পল্লীকবি। তাঁর রচিত গানের সংকলনগুলো হল –

১। রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫)

২। পাঙ্গের পাড় (১৯৬৪)

৩। জারি গান (১৯৬৮)

৪। মুর্শিদী গান (১৯৭৭)

জসীম উদ্‌দীন

❖ পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন রচিত কিছু বিখ্যাত পল্লী গীতির তালিকা-

১। মাঝি বাইয়া যাওরে

২। কাজল ভ্রমরা রে

৩। আমার সোনার ময়না পাখি

৪। আমার গলার হার খুলে নে

৫। আমার হাড় কালা করলারে

৬। আমায় ভাসাইলি রে

৭। আমায় এতো রাতে কেন ডাক দিলি

৮। নদীর কূল নাই কিনার নাই

৯। নিশীতে যাইও ফুল বনে

১০। আমার বন্ধু বিনুধিয়া ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

- **কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন** - বিহার জেলার সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে (১৯ মে, ১৯০৮)।
- **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস** – জননী।
- **'জননী' উপন্যাসের প্রকাশ পেয়েছে** – নারীর জননী জীবনের নানা স্তর।
- **'পদ্মানদীর মাঝি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়** – 'পূর্বাশা' পত্রিকায়।
- **'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের প্রকাশ পেয়েছে** – প্রকৃতি ও মানুষের হাতে নির্যাতিত একটি গোষ্ঠীর কাহিনি।
- **'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র** – কুবের, হোসেন মিয়া, গণেশ, ধনঞ্জয়, কপিলা, মালা, শীতলবাবু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

❑ সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস	গল্পগ্রন্থ	প্রবন্ধ গ্রন্থ
▪ জননী (১৯৩৫) ▪ দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫) ▪ পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) ▪ পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) ▪ শহরতলী (১৯৪০) ▪ অহিংসা (১৯৪১) ▪ শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬) ▪ চতুষ্কোণ (১৯৪৮) ▪ জীয়ন্ত (১৯৫০) ▪ সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১) ▪ চিহ্ন (১৯৪৭) ▪ স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১) ▪ ইতিকথার পরের কথা (১৯৫২) ▪ আরোগ্য (১৯৫৩) ▪ হরফ (১৯৫৪) ▪ হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)	▪ অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫) ▪ প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭) ▪ মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮) ▪ সরীসৃপ (১৯৩৯) ▪ বৌ (১৯৪৩) ▪ সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩) ▪ ভেজাল (১৯৪৪) ▪ হলুদ পোড়া (১৯৪৫) ▪ আজকাল পরশুর গল্প (১৯৪৬) ▪ ছোটবড় (১৯৪৮) ▪ ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯) ▪ শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০) ▪ ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)	লেখকের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

- **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য রচনার প্রথম দিকে প্রয়োগ ঘটান** – ফ্রয়েডীয় চেতনার।
- **তাঁর জীবনের শেষ ভাগে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন** – মার্কসীয় দর্শন দ্বারা।
- **তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' হচ্ছে** – মনস্তাত্ত্বিকমূলক উপন্যাস।
- **'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় প্রকাশ পেয়েছে** – বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট।
- **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্প** – অতসী মামী ['বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যা- ১৩৩৫]
- **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে**- বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণধর্মিতা।
- **'পদ্মানদীর মাঝি'র চলচ্চিত্র নির্মাতা** – গৌতম ঘোষ।
- **মৃত্যুবরণ করেন** – ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬।

১ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

✓ [illegible]

২ [illegible]

✓ [illegible]

[illegible]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

❖ **পদ্মানদীর মাঝিঃ** ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হওয়া বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পদ্মা তীরবর্তী মানুষের জীবন নিপূণ শিল্পীর আঁচড়ের মতই মূর্ত হয়ে ওঠেছে এই উপন্যাসে। জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত এই উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের আসনে বসিয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবের, কপিলা, গনেশ, মালা, হোসেন মিয়া, আমিনুদ্দি, রাসু প্রমুখ।

❖ **পুতুলনাচের ইতিকথাঃ** ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত ও গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস পুতুলনাচের ইতিকথা। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ডাক্তার শশী। সৃষ্টিকর্তার প্রতি তার বিশ্বাস নেই। গ্রামের পটভূমিতে শশী, শশীর পিতা, কুসুমসহ অন্যান্য চরিত্র গুলোর মাঝে বিদ্যমান জটিল সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনি ও প্রেক্ষাপট। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রেম, বিরহ, দ্বেষ ও পারস্পরিক সহমর্মিতাকে উপজীব্য করে লেখা এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

❖ **ছোটগল্প ও মানিকঃ** অতসী মামী গল্প রচনার মধ্য দিয়ে মূলত মানিকের বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশ ঘটে। এরপর প্রায় ৩০০ টি ছোট গল্প রচনার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন বিশিষ্ট স্থান। তাঁর রচিত ছোট গল্পগুলো সংগ্রামী মানবজীবনের এক অনন্য দলিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল: অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প, প্রাগৈতিহাসিক, সরীসৃপ, মিহি ও মোটা কাহিনী, ভেজাল, সমুদ্রের স্বাদ, আজ কাল পরশুর গল্প, ছোট বকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী

- বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম প্রমথ চৌধুরী। তিনি বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির, প্রথম ইতালীয় সনেটের এবং প্রথম ব্যঙ্গরসাত্মক প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তক।
- **জন্ম:** ১৮৬৮ সালের ৭ আগস্ট যশোরে তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে।
- **মৃত্যু:** ১৯৪৬ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে এই মহান সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়।

সাহিত্যকর্ম

প্রবন্ধ		গল্পগ্রন্থ	
▪ তেল নুন লাকড়ী (১৯০৬)	▪ নানাকথা (১৯১৯)	▪ চার ইয়ারী কথা (১৯১৬)	▪ অনুকথা সপ্তক (১৯৩৯)
▪ বীরবলের হালখাতা (১৯১৬)	▪ রায়তের কথা (১৯২৬)	▪ আহুতি (১৯১৯)	▪ সেকালের গল্প (১৯৩৯)
▪ আমাদের শিক্ষা (১৯২০)	▪ নানাচর্চা (১৯৩২)	▪ ঘোষালের ত্রিকথা (১৯৩৭)	▪ দুই বা এক (১৯৪০)
▪ দুই ইয়ারির কথা (১৯২১)	▪ ঘরে বাইরে (১৯৩৬)	▪ নীল লোহিত (১৯৩৯)	▪ গল্পসংগ্রহ (১৯৪১)
▪ বীরবলের টিপ্পনী (১৯২৪)	▪ প্রাচীন হিন্দুস্থান (১৯৪০)	▪ ট্র্যাজেডির সূত্রপাত (১৯৪০)	
▪ বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৯৪০)		**কাব্যগ্রন্থ**	
▪ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান (১৯৫৩)		▪ সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩)	▪ পদচারণ (১৯১৯)

প্রমথ চৌধুরী

❖ **সবুজপত্র ও প্রমথ চৌধুরীঃ** বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষারীতি প্রবর্তনে অসামান্য ভূমিকা পালনকারী পত্রিকা সবুজপত্র (১৯১৪) যেটি প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। চলিত ভাষা রীতির প্রবর্তনে এই পত্রিকার ভূমিকাই সর্বাধিক। সবুজপত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্দিরাদেবী, অতুলান্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী। এই পত্রিকা তখন এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় লিখেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যেও চলিতরীতি প্রতিষ্ঠিত হয় সবুজপত্র পত্রিকার হাত ধরেই।

❖ **বাংলা চলিতরীতির প্রবর্তক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীঃ** অধিক তৎসম শব্দ ভরপুর বাংলা সাধুরীতির বেড়াজাল ভেঙ্গে আধুনিক চলিত রীতির প্রবর্তনে প্রমথ চৌধুরী স্মরণীয়। বাংলায় ঘরোয়া শব্দ বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃত্রিম অবরোধ থেকে তিনি বাংলা ভাষাকে মুক্তি দিয়েছেন। সাধুভাষার ভাবালুতা অস্পষ্টতা অকারণ বিশেষণ যেখানে বাংলা ভাষাকে আড়ষ্ট ও দুর্বল করে রেখেছিল সেখানে এগুলোকে সর্বতোভাবে বর্জনকরে সঠিক শৃঙ্খলা, বাকসংযম, হ্রস্ব বাক্যবিন্যাস ও সরলতার মাধ্যমে তিনি বাংলা গদ্যরীতিকে নবজীবন দান করেছেন। এজন্য চলিত রীতির প্রবর্তক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর নামই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ফররুখ আহমদ

- ফররুখ আহমদকে মুসলিম বা ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি বলা হয়।
- **জন্ম :** জুন ১০, ১৯১৮ সালে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল গ্রামে।
- **মৃত্যু :** অক্টোবর ১৯, ১৯৭৪ ঢাকায়।
- **উল্লেখযোগ্য পুরস্কার:** বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পদক (১৯৮০)।

- **উল্লেখযোগ্য রচনাবলি: কাব্যগ্রন্থ:** সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), হাতেমতায়ী (কাহিনি কাব্য), নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য), **শিশুতোষ গ্রন্থ :** পাখির বাসা, হে বন্য স্বপ্নেরা, হাবেদা মরুর কাহিনী, ছড়ার আসর।

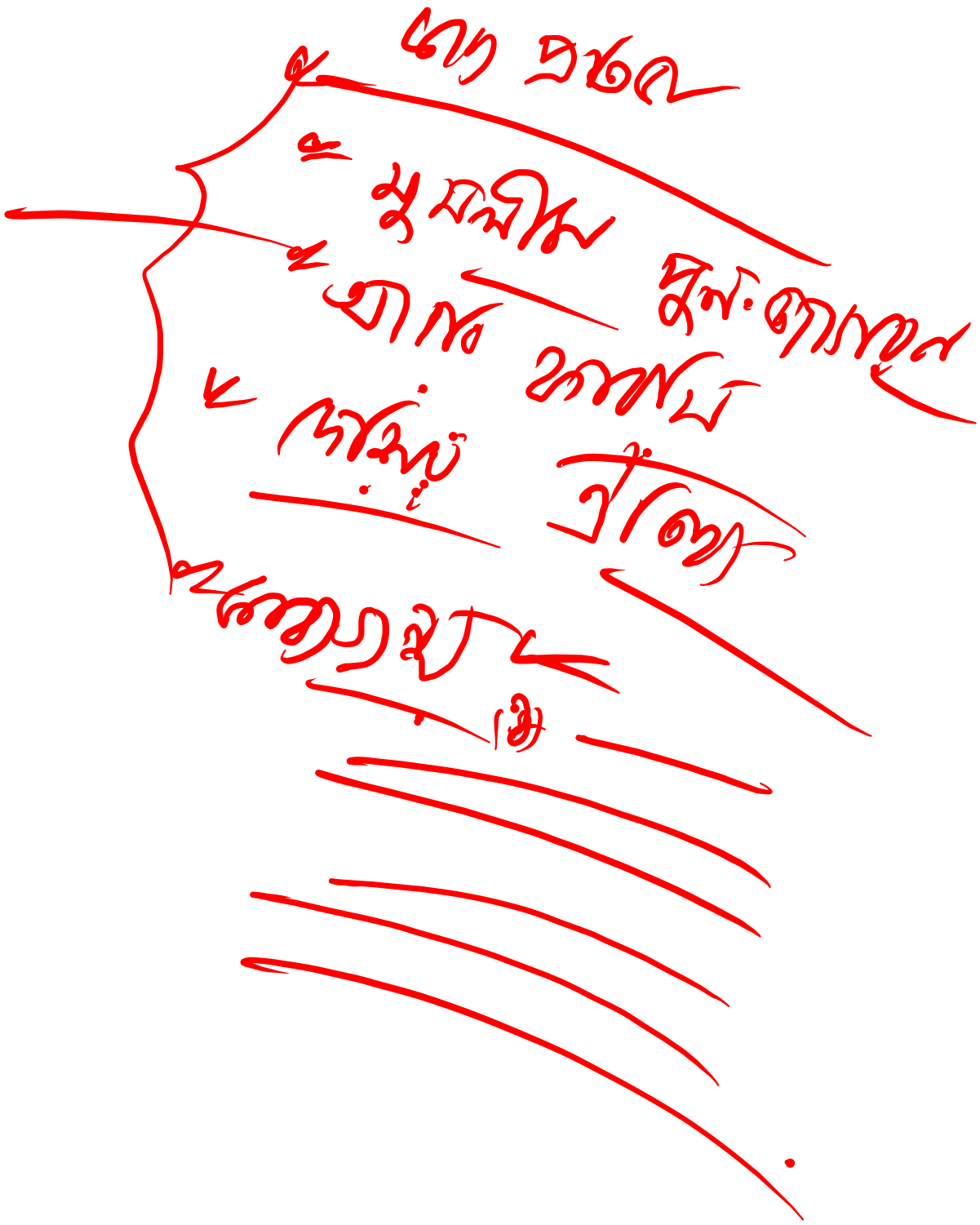

ফররুখ আহমদ

❖ **কাব্যপ্রতিভা ও স্বীকৃতিঃ** ফররুখ আহমদকে বলা হয় ইসলামী রেনেসাঁর কবি। তিনি ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সাত সাগরের মাঝি, নৌকেল ও হাতেম, সীরাজাম মুনীরা ইত্যাদি কাব্যে সেই বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত হয়েছে বার বার। বাংলা সাহিত্যে আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহারে যারা অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ফররুখ আহমদ। ইসলামের শৌর্য-বীর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী এই কবি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

❖ **দিগদর্শনঃ** বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' মাসিক পত্রিকা হিসেবে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের সূচনায় যেমন মিশনারিদের নামই প্রধান, তেমনি সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সূচনায় তাঁরাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। এতে ভূগোল, ইতিহাস, দেশবিদেশের জ্ঞাতব্য তথ্য, কৌতুককর অথবা বিস্ময়জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনি সহজ ভাষায় পরিবেশিত হত বলে তা স্কুল বুক সোসাইটির বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল।

❖ **সমাচার দর্পণঃ** 'দিগদর্শন' প্রকাশের কিছু পরেই ১৮১৮ সালের মে মাসে জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই পত্রিকাটি সপ্তাহে দু'বার করে প্রকাশিত হতে থাকে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বাংলা সংবাদ রচনা ও সংকলনে সম্পাদকের সহায়ক ছিলেন বলে তা উন্নতমানের সংবাদপত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। সংবাদ, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়াদির বিবরণ এই পত্রিকায় স্থান পেত। সে আমলে প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে এর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। 'সমাচার দর্পণ'-এর ভাষায় সরলতা ছিল, লেখায় তথ্য বোধ ও মাত্রাজ্ঞান ছিল। ১৮৪১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। তারপরেও কয়েক বার এই পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

- **সবুজপত্রঃ** বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষারীতি প্রবর্তনে অসামান্য ভূমিকা পালনকারী পত্রিকা সবুজপত্র (১৯১৪) যেটি প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। চলিত ভাষা রীতির প্রর্বতনে এই পত্রিকার ভূমিকাই সর্বাধিক। সবুজপত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ইন্দিরাদেবী, অতুলান্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী। এই পত্রিকা তখন এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় লিখেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যেও চলিতরীতি প্রতিষ্ঠিত হয় সবুজপত্র পত্রিকার হাত ধরেই।

- **কল্লোলঃ** ১৯২৩ সালে দীনেশ রঞ্জন দাশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটি মূলত একটি সাহিত্য পত্রিকা যা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। কল্লোল অনেক নব্য লেখকদের প্রধান মুখপত্র ছিল। যাদের অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। উত্তরা প্রগতি এবং কালিকলম ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকাগুলো কল্লোলকে অনুসরণ করত। কল্লোল সাহিত্যাঙ্গনে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, পত্রিকার সময়টিকে 'কল্লোল যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। কল্লোল এর লেখকদের মাঝে একটা ফ্রয়েডীয় এবং মার্কসীয় চেতনা লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক শনিবারের চিঠি পত্রিকার সাথে কল্লোলের আদর্শিক বিরোধ ছিল।

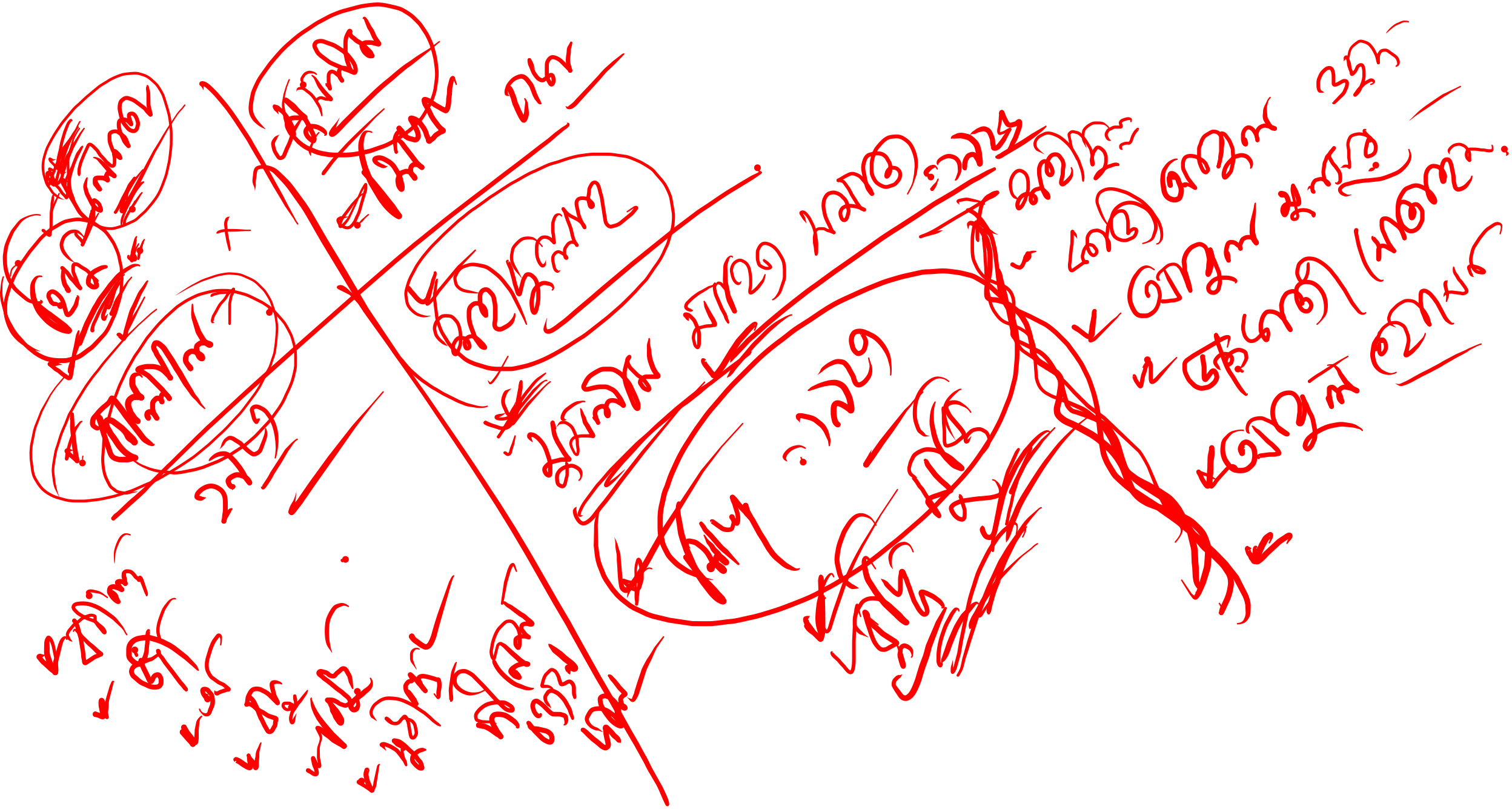

[illegible]

সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

❖ **শিখাঃ** ঢাকাভিত্তিক মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন আবুল হোসেন। শিখা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। এ পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। শিখা প্রথমে বাৎসরিক পত্রিকা ছিল। এর প্রতি সংখ্যায় জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব, এই শ্লোগানটি প্রচ্ছদে লেখা থাকতো। এটি ঢাকার বাঙালি মুসলিম সমাজে নবজাগরণের হাওয়া বইয়ে দিতে চেয়েছিল। এর সম্পাদকমণ্ডলী হলেন আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও আবুল ফজল।

❖ **বঙ্গদর্শনঃ** ১৮৭২ সালে প্রকাশিত বঙ্গদর্শন এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি মাসিক পত্রিকা ছিল। রচনার মান, বৈচিত্র্য সৌন্দর্য ও রুচির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী পত্রিকা বঙ্গদর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মান এবং অনুশাসন এই পত্রিকার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। বঙ্কিমের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলো এবং কিছু প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে এর প্রকাশ স্থগিত থাকে। ১২৮৪ থেকে বঙ্কিম সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা

❖ **তত্ত্ববোধিনী:** ১৮৩৯ সালে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবে তৎকালীন তত্ত্ববোধনী সভা থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পরে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর সম্পাদক হন। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে।

❖ **গ্রামবার্তা প্রকাশিকা:** মাসিক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' বাংলার মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার কুমারখালি থেকে 'কুমারখালি বাংলা পাঠশালা'র প্রধান শিক্ষক হরিনাথ মজুমদারের (কাঙাল হরিনাথ) সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

কাল্পনিক সংলাপ

➲ করোনাকালে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন?

ছাত্র : আসসালামু আলাইকুম স্যার। কেমন আছেন স্যার? (বিনম্র স্বরে)

শিক্ষক : ওয়াআলাইকুম আসসালাম, ভালো আছি (খুশি খুশি গলায়) তুমি কেমন আছো?

ছাত্র : ভালো আছি স্যার। স্যার করোনাকালে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে পড়লাম।

শিক্ষক : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো (মাথা নেড়ে) । করোনার কারণে আমাদের অনেক ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে।

ছাত্র : স্যার আজ UNICEF ও UNESCO প্রকাশিত এশিয়ার শিক্ষাখাতের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও মোকাবেলা কার্যক্রম বিষয়ক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (মিটএন) রিপোর্ট শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে,

- ২০২০ সালের প্রথম দিকে কোভিড-১৯ মহামারী শুরুর পর থেকে স্কুল বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭০ লাখ শিশুর এবং দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব এশিয়াসহ এশিয়ার প্রায় ৮০ কোটি শিশুর পড়াশোনা ব্যাহত হয়েছে।

শিক্ষক : আসলে প্রতিবেদনটি সঠিক (গম্ভীর স্বরে) তুমি তোমার এলাকার কথা চিন্তা কর যে, করোনাকালে অনেক শিশু দিনমজুর হয়েছে, বাল্যবিবাহ হয়েছে এবং অনেক হতাশাগ্রস্ত হয়েছে।

কাল্পনিক সংলাপ

ছাত্র : কিছু দেশ, যেমন: ফিলিপাইন, মহামারীর পুরো সময়ে স্কুলগুলো বন্ধ রাখা হয়, যা এখনও বহাল আছে এবং যে কারণে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ২ কোটি ৭০ লাখ শিক্ষার্থীর সশরীরে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ গত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ স্কুলগুলো পুনরায় খুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত মহামারির পুরোটা সময় স্কুলগুলো বন্ধ ছিল।

শিক্ষক : অবশ্যই এভাবে ক্রমাগত স্কুল বন্ধ থাকার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর, যার মধ্যে রয়েছে পড়াশোনার ক্ষতি, মানসিক দুর্দশা, স্কুলের খাবার ও নিয়মিত টিকা না পাওয়া কাঠামোগত শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি। এই ভয়াবহ পরিণতিগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ইতোমধ্যে অসংখ্য শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং অনেকগুলো আগামী বছরগুলোতেও অনুভূত হতে থাকবে।

ছাত্র : তাহলে এই যে, শিক্ষাব্যস্থায় করোনার কারণে এতবড় ক্ষতি হলো তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি হতে পারে?

শিক্ষক : হ্যাঁ একটা বিষয় হতে পারে যে online এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্লাসের ব্যবস্থা করা।

ছাত্র : কিন্তু, ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন (সিএএমপিই) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশ মহামারীর কারণে স্কুল বন্ধ থাকার সময় প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতি তিনজন শিক্ষার্থীর দূরশিক্ষণ সেবা পৌঁছানো যায়নি।

কাল্পনিক সংলাপ

শিক্ষক : হ্যাঁ অবশ্যই। কারণ বস্তুগত সম্পদ ও সহায়তার অভাব ছাড়াও এই কঠিন সময়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং অনেক কন্যাশিশুর দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য আরো যেসব বিষয় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের অভাব, গৃহস্থালীর কাজ করার চাপ বৃদ্ধি এবং বাড়ির বাইরে কাজ করতে বাধ্য হওয়া।

ছাত্র-২ : আসসালামু আলাইকুম স্যার। গত ক্লাসের লেকচারের পর আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিলো। যদি আপনার সময় হয় তাহলে কী জিজ্ঞেস করবো স্যার?

শিক্ষক : এখন নয়। আগামী ক্লাস শুরুর পূর্বে যোগাযোগ করবে। (ছাত্র-২ প্রস্থান)

ছাত্র : সময় এখন এসেছে এ সংকট কাটিয়ে ওঠার।

শিক্ষক : দ্রুত এখনই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। সংকট কাটিয়ে উঠতে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে, এশিয়া অঞ্চলে ১.২৩ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে।

ছাত্র : তাহলে স্যার বাংলাদেশ কী করতে পারে? (উদ্বিগ্ন প্রকাশ)

শিক্ষক : প্রথমত, যেহেতু করোনার প্রকোপ আর নাই সেহেতু স্কুল-কলেজ খুলে দিতে হবে। তারপর স্কুল-কলেজে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে হবে। মাস্ক পরে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে যাবে এবং সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এক বেঞ্চে দুইজন করে বসতে পারে। এভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল-কলেজ খোলা উচিত। তাহলে আমরা ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারবো।

ছাত্র : ধন্যবাদ স্যার আপনাকে।

শিক্ষক : ঠিক আছে তোমাকেও ধন্যবাদ।

কাল্পনিক সংলাপ

১। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে টালমাটাল বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দার শিকার একজন বাংলাদেশি শ্রমিকের সঙ্গে একজন অর্থনীতিবিদের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস]

অর্থনীতিবিদ : আহা, ঝুড়িটা এইখানে না ঐখানে রাখ।

শ্রমিক : আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন?

অর্থনীতিবিদ : ভালো আছি। ওহ তুমি? (অবাক হয়ে) এখানে কবে থেকে?

শ্রমিক : এই তো স্যার গত মাসে এসেছি। কী করব স্যার বলেন পরিবার নিয়ে এখন টিকে থাকাটাই দায় হয়ে গেছে। আমাদের মতো শ্রমিকরা কই যাইবো স্যার? তাই এখানে আরেকটু রোজগারের আশায় আসছি।

অর্থনীতিবিদ : ভালো। এখন তো ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা ভাব চলছে। ফলে এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে।

শ্রমিক : স্যার এতকিছু মাথায় ঢোকে না। বাজারে আগুন লাগছে স্যার। চারডা ডাল ভাত খাওনের জন্য বাজার করতেও পকেট খালি হইয়া যায়।

অর্থনীতিবিদ : হ্যাঁ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রায় সব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব বাজারে ভোজ্য ও জ্বালানি তেল এবং খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সব কিছুর দাম ঊর্ধ্বমুখী।

কাল্পনিক সংলাপ

শ্রমিক : আমরা তো এতো কিছু বুঝি না স্যার। আমরা একটু ভালোভাবে খাইয়া পইরা বাঁচতে পারলেই হলো। আমাদের সরকার তো পারে আমাদের কমদামে চাল-ডাল-তেল দিতে। আপনারা শিক্ষিত মানুষ সরকারের কাছে বলেন না কেন স্যার? না অনারা চান আমরা না খাইয়া মরি।

অর্থনীতিবিদ : না, না, কী বল এগুলো (হেসে বললো)। আসলে তোমাকে কেমন করে বুঝাই? এটা আসলে বৈশ্বিক সমস্যা। তারপরও অর্থনীতিবিদগণ সরকারকে নানা রকম পরামর্শ প্রদান করছে। সরকার সেইভাবে কাজও করছে।

শ্রমিক : তাহলে আমরা ফল পাচ্ছি না কেন? (অবাক হয়ে)

অর্থনীতিবিদ : সব কিছুই তো তাড়াতাড়ি হয় না। একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

শ্রমিক : এখন তাহলে আমরা কী করব স্যার?

ড্রাইভার : স্যারের গাড়ি তেল কী পেট্রোল পাম্প থেকে এখন নিয়ে আসবো নাকি যাওয়ার সময় নিবো?

অর্থনীতিবিদ : আমরা এখনই বের হবো। যাওয়ার সময় পাম্প থেকে তেল নিবো। (ড্রাইভারের প্রস্থান)

অর্থনীতিবিদ : শোন, এখন অপ্রয়োজনীয় খরচগুলো বাদ দিবা। আর সরকার স্বল্প মূল্যে ওএমএস কার্যক্রম চালাচ্ছে। সেখান থেকেও কমমূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করবা। আর গ্রামে কোনো কৃষি জমি থাকলে ফেলে না রেখে কৃষিকাজে লাগিয়ে দিবা। তাইলে তোমার উপর কিছুটা চাপ কমবে।

শ্রমিক : অনেক ধন্যবাদ স্যার। আপনার কথাগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন স্যার।

অর্থনীতিবিদ : তুমিও ভালো থেকো। খোদা হাফেজ।

শ্রমিক : খোদা হাফেজ।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- কাজী নজরুল ইসলামের 'রিক্তের বেদন', 'যুগবাণী' ও 'চক্রবাক' কী জাতীয় গ্রন্থ? [৪৪তম বিসিএস]
- একুশ শতকের বাংলাদেশে নজরুল পাঠের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস]
- কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- জসীম উদ্‌দীনের একটি কাহিনিকাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন। [৪১তম বিসিএস]
- কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- কবি জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন। [৩৮তম বিসিএস]
- কুবের, কপিলা, শশী, কুসুম চরিত্রসমূহ কোন উপন্যাসের অন্তর্গত? উপন্যাস দুটির রচয়িতা কে? [৩৮তম বিসিএস]
- কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূল বক্তব্য কী? [৩৭তম বিসিএস]
- কাজী নজরুল ইসলামের ঔপন্যাসিক সত্তার পরিচয় দিন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' সম্পর্কে ধারণা দিন। [৩৫তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? [৩৪তম বিসিএস]
- ‘অবসরের গান’ কবিতাটি কার রচনা? [৩৩তম বিসিএস]
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন। [৩৩তম বিসিএস]
- ‘কল্লোল যুগ’ সম্পর্কে ধারণা দিন। [৩১তম বিসিএস]
- বাংলা সাহিত্যে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার অবদান সম্পর্কে লিখুন। [৩০তম বিসিএস]
- ‘কল্লোল-যুগ’ বলতে কী বোঝেন? এ যুগের সাহিত্যকে কেন ‘ত্রিশোত্তর সাহিত্য’ বলা হয়? [২৯তম বিসিএস]
- নজরুলের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন। [২৯তম বিসিএস]
- নজরুলের বিদ্রোহের নানা প্রান্ত উন্মোচন করুন। [২৮তম বিসিএস]
- “জসীম উদ্‌দীনের কবিতার বিষয় কেবলই গ্রাম।” - কেন? [২৮তম বিসিএস]
- নজরুলের জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল লিখুন। [২৭তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলা

লেকচার: ১১

টপিক:

আধুনিক যুগ-৪: মীর মশাররফ হোসেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, জহির রায়হান, শহীদুল্লা কায়সার, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গল্প।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

মীর মশাররফ হোসেন

- **জন্ম** : ১৮৪৭ সালের ৩ নভেম্বর, কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়।
- **উপাধি** : প্রথম মুসলিম উপন্যাস রচয়িতা, প্রথম বাঙ্গালি মুসলিম নাট্যকার।
- **পেশা** : কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত পত্রিকা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকার" সাংবাদিক
- **স্ত্রী** : প্রথম স্ত্রী: আজীজুননেহার, দ্বিতীয় স্ত্রী: বিবি কুলসুম।
- **পত্রিকা** : আজীজুননেহার (১৮৭৪), হিতকরী (১৮৯০), হুগলী বোধোদয়।
- **ছদ্মনাম** : গাজী মিঁয়া, উদাসীন পথিক।
- **আত্মজীবনী** : বিবি কুলসুম, আমার জীবনী।

মীর মশাররফ হোসেন

উপন্যাস	
রত্নবতী	কৌতুকাবহ উপন্যাস (১৮৬৯)
বিষাদ সিন্ধু	তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি গদ্য মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস
উদাসীন পথিকের মনের কথা	আত্মজৈবনিক উপন্যাস
গাজী মিয়াঁর বস্তানী	আত্মজৈবনিক উপন্যাস
এসলামের জয়	
তাহমিনা	
বাঁধা খাতা	
নিয়তি কি অবনতি	
রাজিয়া খাতুন	

মীর মশাররফ হোসেন

নাটক	
বসন্তকুমারী	এটি মুসলমান নাট্যকার রচিত প্রথম নাটক। চরিত্র – বীরেন্দ্র সিংহ, রেবতী, নরেন্দ্র সিংহ।
জমিদার দর্পণ	শ্রেষ্ঠ নাটক, চরিত্র আবু মোল্লা, নুরুন্নেহার।
বেহুলা গীতাভিনয়	
টালাভিনয়	
প্রহসন	এর উপায় কী; ফাঁস কাগজ; ভাই ভাই এইতো চাই; বাঁধা খাতা প্রভৃতি
কাব্য	গোরাই-ব্রিজ; পঞ্চনারী; মোসলেম বীরত্ব; সঙ্গীত লহরী প্রভৃতি

মীর মশাররফ হোসেন

❖ **বিষাদ সিন্ধুঃ** বাংলা সাহিত্যের একমাত্র গদ্য মহাকাব্য বলা হয় বিষাদ সিন্ধু উপন্যাসকে। উপন্যাসটি তিন পর্বে রচিত। পর্বগুলো হল মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব, এজিদ বধ পর্ব। প্রথম পর্বে মুয়াবিয়া পুত্র এজিদের প্রেমলাভে ব্যর্থতা ও পরিণতির কাহিনি। কারবালার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে প্রথম পর্বেই। দ্বিতীয় পর্বে বিপন্ন হোসেন পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা ও দুর্জয় বীর হানিফার প্রতিশোধ গ্রহণ। তৃতীয় পর্ব রচিত হয়েছে এজিদ হত্যাচেষ্টা, দৈব নির্দেশে হানিফার বন্দীত্ব লাভ ও জয়নালের রাজ্য লাভের কাহিনি। সর্বোপরি কারবালার বিষাদময় ঘটনা এই উপন্যাসের উপজীব্য। এমন কারুকার্যময় ভাষার নজীর বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই উপন্যাসে এতটাই মর্মস্পর্শীভাবে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমানদের একটা বড় অংশ এই উপন্যাসের সব ঘটনাকেই সত্যি মনে করে অথচ বিষাদ সিন্ধু কোন ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস অর্থাৎ সাহিত্য।

❖ **জমিদার দর্পণঃ** ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত মীর মশাররফের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। জমিদার হায়ওয়ান আলীর অত্যাচার ও আবু মোল্লোর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপর পাশবিক নির্যাতন ও তার মৃত্যুর দায় আবু মোল্লার উপর চাপনোর নির্মম কাহিনি এতে বর্ণিত হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন

❖ **গাজী মিয়াঁর বস্তানীঃ** গাজী মিয়াঁর বস্তানী ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। গাজী মিয়া লেখকের ছদ্মনাম। গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। এতে গাজী মিয়াঁর আত্মপরিচয় বস্তানী প্রাপ্তির বিবরণ, অপর হস্তে অর্পণের কারণ, ফলশ্রুতি ও পরিমাণ এবং গাজী মিয়াঁর বিদায় বর্ণিত হয়েছে। এতে তৎকালীন কলুষিত সমাজের চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

➲ **জন্ম** : ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট, চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহর এলাকায়।

➲ **পরিচিতি** : তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য কথাশিল্পী। বাংলা উপন্যাসে তিনি প্রথম চেতনা প্রবাহরীতির প্রকাশ ঘটান।

➲ **মৃত্যু** : ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর, ফ্রান্সের প্যারিসের পরলোকগমন করেন। গভীর রাতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

উপন্যাস	গল্পগ্রন্থ	নাটক
▪ লালসালু ▪ চাঁদের অমাবস্যা ▪ কাঁদো নদী কাঁদো ▪ The Ugly Asian	▪ নয়নচারা ▪ দুইতীর ও অন্যান্য গল্প (এ জন্য আদমজী পুরস্কার পান)	▪ সুড়ঙ্গ ▪ বাহপীর ▪ তরঙ্গভঙ্গ ▪ উজানে মৃত্যু

➲ যা জানা প্রয়োজন-

- ‘লালসালু’ এর ইংরেজি অনুবাদ Tree without roots (১৯৬৭)। এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র-মজিদ, জমিলা (প্রতিবাদী প্রতীক),
- ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ একটি মনোঃসমীক্ষণমূলক উপন্যাস। এ উপন্যাসে বাকাল নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র- মুস্তফা, খোদেজা।
- ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসটি নিরীক্ষাধর্মী মনোঃসমীক্ষণমূলক। এটি ফ্রান্সের একটি গ্রামে লেখা হয়। প্রধান চরিত্র- আরেফ আলী (স্কুল মাস্টার), কাদের।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে গল্প ‘মৃত্যুযাত্রা’ এবং ‘নয়নচারা’।
- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা নাটক ‘তরঙ্গভঙ্গ’।

১) প্রশ্ন: তোমার বাড়ি কোথায় (?).

২) প্রশ্ন: মেহেরপুর গাংনী ? ২০:
কেমন (?)

৩) প্রশ্ন: মানসম্মত লোকে কি খায়?

চলো:

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

❖ **লালসালুঃ** ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত লালসালু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। এটি ইংরেজিতে Tree without roots নামে অনূদিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশে লোক ঠকিয়ে ধর্ম ব্যবসার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মজিদ নামে নোয়াখালী অঞ্চলের এক লোক হঠাৎ একদিন মহব্বত নগরে অবির্ভূত হয়। গ্রামে ঝোপঝাড়ের মাঝে একটি পুরাতন কবরকে সে মোদাচ্ছের পীরের মাজার বলে বর্ণনা করে। সেই সাথে পীর কর্তৃক সে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাজারের সংস্কার করার জন্য এসেছে বলে ও জানায়। তৎক্ষনাৎ মাজার সংস্কার করে সেখানে লালসালু বিছিয়ে দেওয়া হয়। আগর বাতি, মোমবাতি জ্বলতে থাকে রাতদিন। মজিদ হয়ে যায় মাজারের খাদেম। মাজারের দান, মানত ইত্যাদি আত্মসাৎ করে ফুলে ফেপে ওঠে মজিদ। ধর্ম ব্যবসার পাশাপাশি এই উপন্যাস অস্তিত্ববাদ বা (Existentialism) এর অনন্য উদাহরণ। অন্যান্য চরিত্র- আক্কাস, খালেক ব্যাপারী, হাসুনির মা, জমিলা, রহিমা প্রমুখ।

❖ **বহিপীরঃ** বহিপীর (১৯৬০) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকেও ধর্ম ব্যবসার পাশাপাশি পীরের নারী লালসা ও সমাজচিত্র ফুটে ওঠেছে। বৃদ্ধ বহিপীর মুরিদের মেয়ে যুবতী তাহেরাকে বিয়ে করে। কিন্তু তাহেরা এই বিয়ে মেনে না নিয়ে জমিদার পুত্রের সাথে অজানায় পাড়ি জমায়। বৃদ্ধ বহিপীর উপায়ান্তর না দেখে সবকিছু মেনে নেয়।

[illegible]

জহির রায়হান

➲ **জন্ম :** ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট, তিনি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে।

➲ **পরিচয়:** তাঁর বাল্য নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। ডাকনাম: জাফর। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার।

➲ **অন্যান্য:** ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে তিনি মিরপুরে যান এবং নিখোঁজ হন। জহির রায়হান আদমজী পুরস্কার (১৯৬৪ খ্রি.), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭১ খ্রি.), একুশে পদক (১৯৭৫ খ্রি.) এবং স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯২ খ্রি.) লাভ করেন।

জহির রায়হান

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম	
উপন্যাস	▪ হাজার বছর ধরে (প্রধান চরিত্র –টুনি, মন্তু ও বুড়ো মকবুল)। ▪ আরেক ফাল্গুন ▪ বরফ গলা নদী ▪ আর কতদিন ▪ তৃষ্ণা ▪ শেষ বিকেলের মেয়ে ▪ কয়েকটি মৃত্যু
গল্পগ্রন্থ	▪ সূর্যগ্রহণ
গল্প	▪ একুশের গল্প · বিখ্যাত উক্তি ‘তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোন দিন।’
চলচ্চিত্র	▪ কখনও আসেনি ▪ কাঁচের দেয়াল ▪ সঙ্গম ▪ জীবন থেকে নেওয়া ▪ বেহুলা ▪ Stop Genocide ▪ A State in Born ▪ Let there be light

জহির রায়হান

❖ **প্রামাণ্য চিত্র ও জহির রায়হানঃ** জহির রায়হান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার। সেই সাথে তাঁর নির্মিত প্রামাণ্য চিত্রগুলো খুবই বিখ্যাত। Stop Genocide একাত্তরের গণহত্যার এক অবিস্মরণীয় প্রামাণ্য দলিল। এই প্রামাণ্য চিত্রে একাত্তরের গণহত্যা, শরণার্থীদের দেশত্যাগ, শরণার্থী শিবিরের করুণ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যগুলো পৃথিবীর যে কোন বিবেকবান মানুষকেই নাড়া দেবে। এছাড়া তাঁর Let there be light বিখ্যাত প্রামাণ্য চিত্র।

❖ **আরেক ফাল্গুনঃ** বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক যত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে আরেক ফাল্গুন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এই উপন্যাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রভৃতি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মুনিম, আসাদ, রসুল, সালমা এই উপন্যাসের চরিত্র। ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করতে যেয়ে পুলিশী বাধার মুখে তাদের মাঝে প্রবল প্রতিরোধের সঞ্চার হয়। পুলিশ গ্রেফতারকৃত আন্দোলনকারীদের সংখ্যা দেখে অবাক হলে তারা বলে ওঠে আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হব।

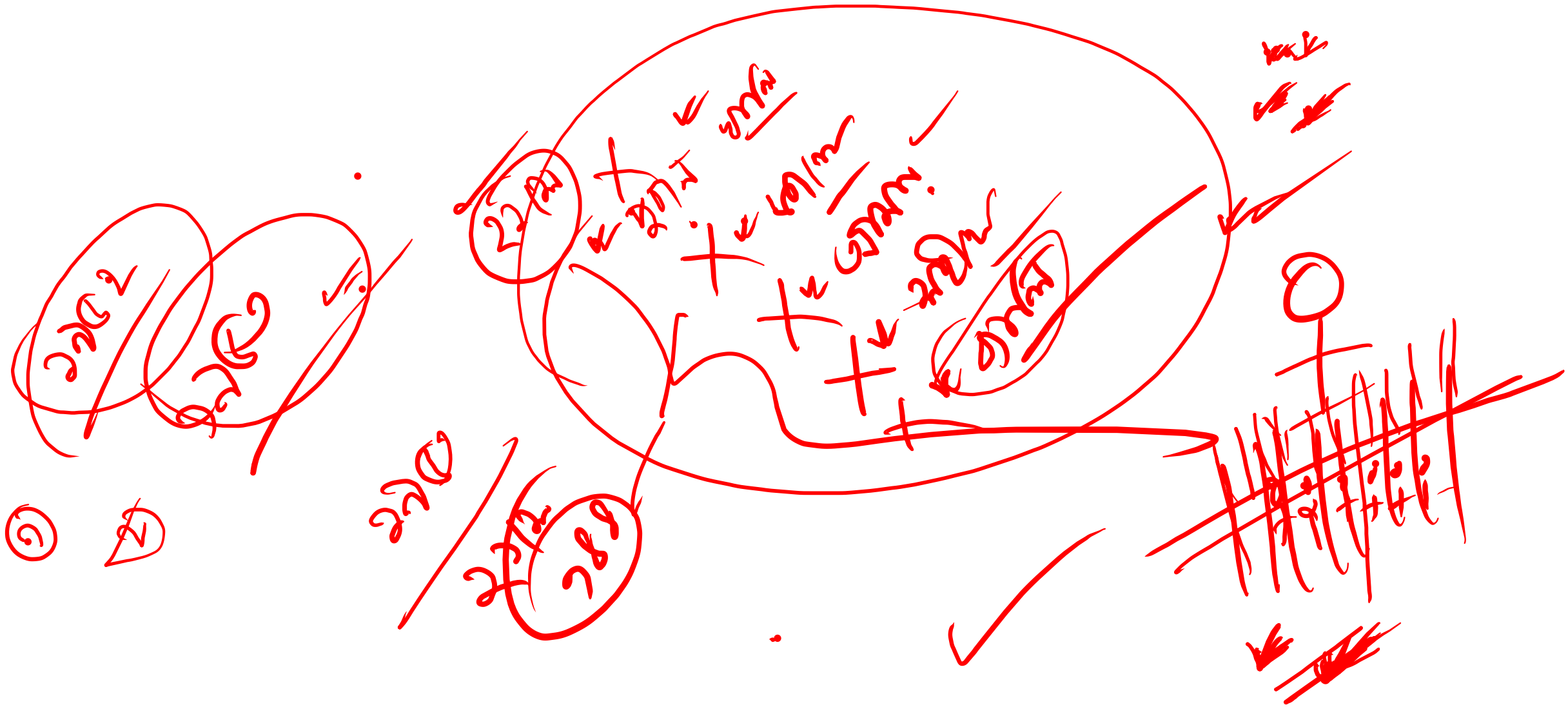

জহির রায়হান

❖ **হাজার বছর ধরেঃ** আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত হাজার বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। এই উপন্যাসে লেখক হাজার বছরের গ্রামীণ জীবন, ঐতিহ্য, লোকাচার, প্রেম, পরিবার, প্রথা ইত্যাদির পরিচ্ছন্ন ছবি এঁকেছেন। বাদ যায়নি গ্রাম্য জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখা নানা কুসংস্কারের কথাও। উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল: মন্তু, টুনি, আম্বিয়া, গণুমোল্লা, মকবুল, আবুল প্রমুখ।

❖ **একুশের গল্পঃ** একুশের গল্পকে ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। এর মূল চরিত্র তপু যে মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী তপু পুলিশের গুলিতে নিহত হলে পুলিশ লাশ তুলে নিয়ে যায়। তপুর কংকাল আবার তার বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে। কপালে লাগা গুলির চিহ্ন আর অপেক্ষাকৃত ছোট বাম পায়ের হাড় দেখে বন্ধুরা তপুর কংকাল শনাক্ত করতে পারে। অসামান্য নাটকীয়তায় নির্মিত একুশের গল্প বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

শহীদুল্লা কায়সার

জন্ম	১৯২৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে।
পরিচিতি	তাঁর সম্পূর্ণ নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি পেশায় সাংবাদিক ছিলেন।
পত্রিকা	১৯৪৯ সালে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পরিচালিত সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকায় যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৫৮ সালে দৈনিক সংবাদ-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা – দেশপ্রেমিক, বিশ্বকর্মা।
পুরস্কার	১. আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২); 'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য। ২. বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯); 'সারেং বৌ' উপন্যাসের জন্য। ৩. একুশে পদক (১৯৮৩)। ৪. স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৮)।
মৃত্যু	১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাঁর স্থানীয় সহযোগী আল-বদর বাহিনীর ক'জন সদস্য তাঁকে তাঁর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আর ফেরেন নি। ধারণা করা হয় যে, অপহরণকারীদের হাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

- **উপন্যাস:** ১. সারেং বৌ (১৯৬২) ২. সংশপ্তক (১৯৬৫) ৩. কৃষ্ণচূড়া মেঘ ৪. তিমির বলয়
  ৫. দিগন্তে ফুলের আগুন ৬. সমুদ্র ও তৃষ্ণা ৭. চন্দ্রভানের কন্যা ৮. কবে পোহাবে বিভাবরী (অসমাপ্ত)।
- **ভ্রমণকাহিনি:** পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।
- **স্মৃতিকথা:** রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)।

শহীদুল্লা কায়সার

সারেং বৌঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় জনপদের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত উপন্যাস সারেং বৌ। কদম সারেং ভালবেসে বিয়ে করে নবিতুন কে। কদম জাহাজে চলে যাবার পর তার পাঠানো টাকা ও চিঠি- পোস্টমাস্টার কে হাত করে গ্রামের মোড়ল আত্মসাৎ করে নবিতুনের সংসারে অভাব সৃষ্টি করে। অভাবের সুযোগে নবিতুনের প্রতি তার লালসা পূরণের সুযোগ খুঁজে। কিন্তু নবিতুন হার না মানা এক নারী যে নিজে কষ্ট করে সংসার চালায়। ঘটনার নানা চড়াই উতরাই ও কষ্টের দৃশ্য দিয়ে অবশেষে শেষ হয় উপন্যাস। সারেং বৌ বাঙালি নারী জীবনের সংগ্রামের এক অসামান্য দলিল।

সংশপ্তকঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে বিভাগোত্তর সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে সংশপ্তক উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি বাকুলিয়া তালতলি, কলকাতা ও ঢাকা জুড়ে বিস্তৃত। উপন্যাসটিতে বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এবং সেই সাথে সামন্ততন্ত্রের বিপরীতে বণিকতন্ত্রের উত্থান দেখানো হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এখানে অনেকটাই মূর্ত।

শামসুর রাহমান

➲ **জন্ম** : ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলিতে।

➲ **পরিচয়** : তাঁর ডাক নাম বাচ্চু। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। কবি ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকায় পরলোকগমন করেন।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম	
কাব্যগ্রন্থ	প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে, রৌদ্র করোটিতে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, দুঃসময়ের মুখোমুখি, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, নিরালোকে দিব্যরথ, বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির থেকে (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ, নিজ বাসভূমে।
কবিতা	স্বাধীনতা তুমি, তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা, একটি ফটোগ্রাফ, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, বারবার ফিরে আসে, পণ্ডশ্রম, আসাদের শার্ট, এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়,
উপন্যাস	অক্টোপাস, অদ্ভুত আঁধার এক, এলো সে অবেলায়।

শামসুর রাহমান

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম	
আত্মস্মৃতি	স্মৃতির শহর, কালের ধুলোয় লেখা।
শিশুতোষ	এলাটিং বেলাটিং, ধান ভানলে কুঁড়ো দিবো, গোলাপ ফুটে খুকির হাতে।
পঙ্‌ক্তি	স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা। (স্বাধীনতা তুমি) স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন। (স্বাধীনতা তুমি) মেঘনা নদী দেবো পাড়ি; কল-অলা এক নায়ে। আবার আমি যাবো আমার; পাড়াতলী গাঁয়ে। (প্রিয় স্বাধীনতা) এই নিয়েছে ঐ নিল যাঃ কান নিয়েছে চিলে, চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে। কানের খোঁজে ছুটছি মাঠে, কাটছি সাঁতার বিলে, আকাশ থেকে চিলটাকে আজ ফেলব পেড়ে ঢিলে। (পণ্ডশ্রম)

শামসুর রাহমান

❖ **শামসুর রাহমানের কবি প্রতিভাঃ** শামসুর রাহমান আধুনিক নাগরিক কবি। স্বাধীন বাংলাদেশে হালের প্রধান কবি। শামসুর রাহমান এমন এক কবি সত্তা যার কলম থেকে এদেশের যখন যা দরকার তাই বেরিয়েছে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ফুটে ওঠেছে তাঁর 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' এবং 'আসাদের শার্ট' কবিতায়। আবার, মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে। আবার, ১৯৭৫ পরবর্তী উল্টো দিকে চলা বাংলাদেশকে নিয়ে আক্ষেপ ও ক্ষোভ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে "উদ্ভট উঠের পিঠে চলেছে স্বদেশ" কাব্যে। নব্বইয়ের গণআন্দোলনে শহিদ হওয়া নূর হোসেনকে নিয়ে লিখেছেন 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'। তাই তিনি বাঙালির অতি আপনজন।

➲ শামসুর রাহমানের ৬৫টি কাব্যগ্রন্থের বেশির ভাগই প্রতিবাদ, ক্ষোভ, বঞ্চনা আর বাঙালির অধিকার নিয়ে লেখা। তাই মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তিনি প্রধান কবি, তিনি মজলুম আদিব।

সৈয়দ শামসুল হক

- **জন্ম** : ১৯৩৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, কুড়িগ্রাম
- **মৃত্যু** : ২০১৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর।
- **উপাধি** : সব্যসাচী লেখক
- **অন্যান্য** : ২৯ বছরে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান (সর্বকনিষ্ঠ কবি হিসেবে)

সাহিত্য কর্ম

উপন্যাস	গল্প	কাব্যনাট্য	কাব্যগ্রন্থ
➢ সীমানা ছাড়িয়ে ➢ খেলারাম খেলে যা ➢ এক মহিলার ছবি ➢ নিষিদ্ধ লোবান (৭১) ➢ নীল দংশন (৭১) ➢ ত্রাহি (৭১)	➢ জলেশ্বরীর গল্পগুলো ➢ শীত বিকেল ➢ তাস ➢ আনন্দের মৃত্যু	➢ গণনায়ক ➢ নূরুলদীনের সারাজীবন ➢ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (৭১, মুক্তিযুদ্ধের শেষের সময়ের ঘটনা।) ➢ এখানে এখন ➢ ঈর্ষা ➢ যুদ্ধ ও যোদ্ধা	➢ পরানের গহীন ভিতর (আঞ্চলিক) ➢ কাননে কাননে তোমারই সন্ধানে

[illegible] [illegible] [illegible]?

ក. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]?

ខ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]?

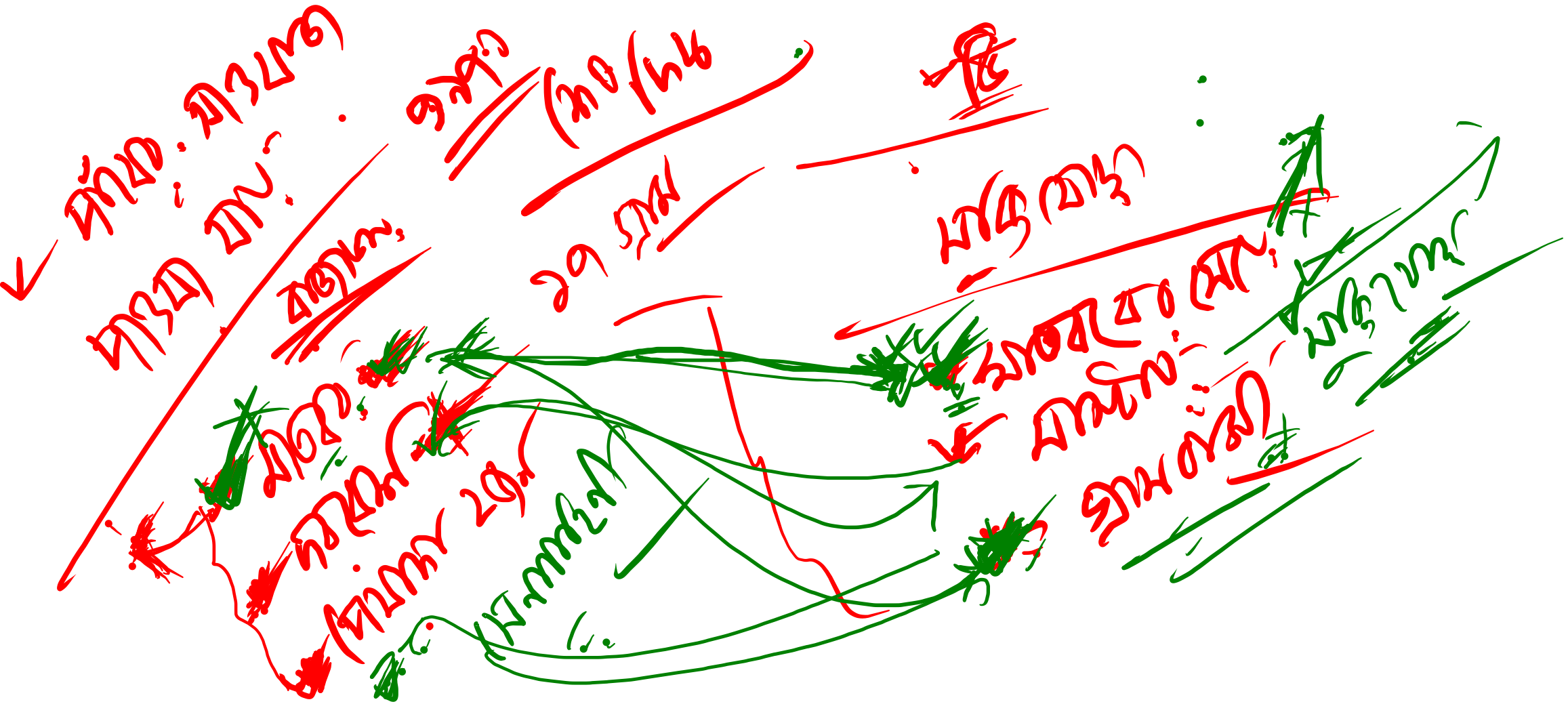

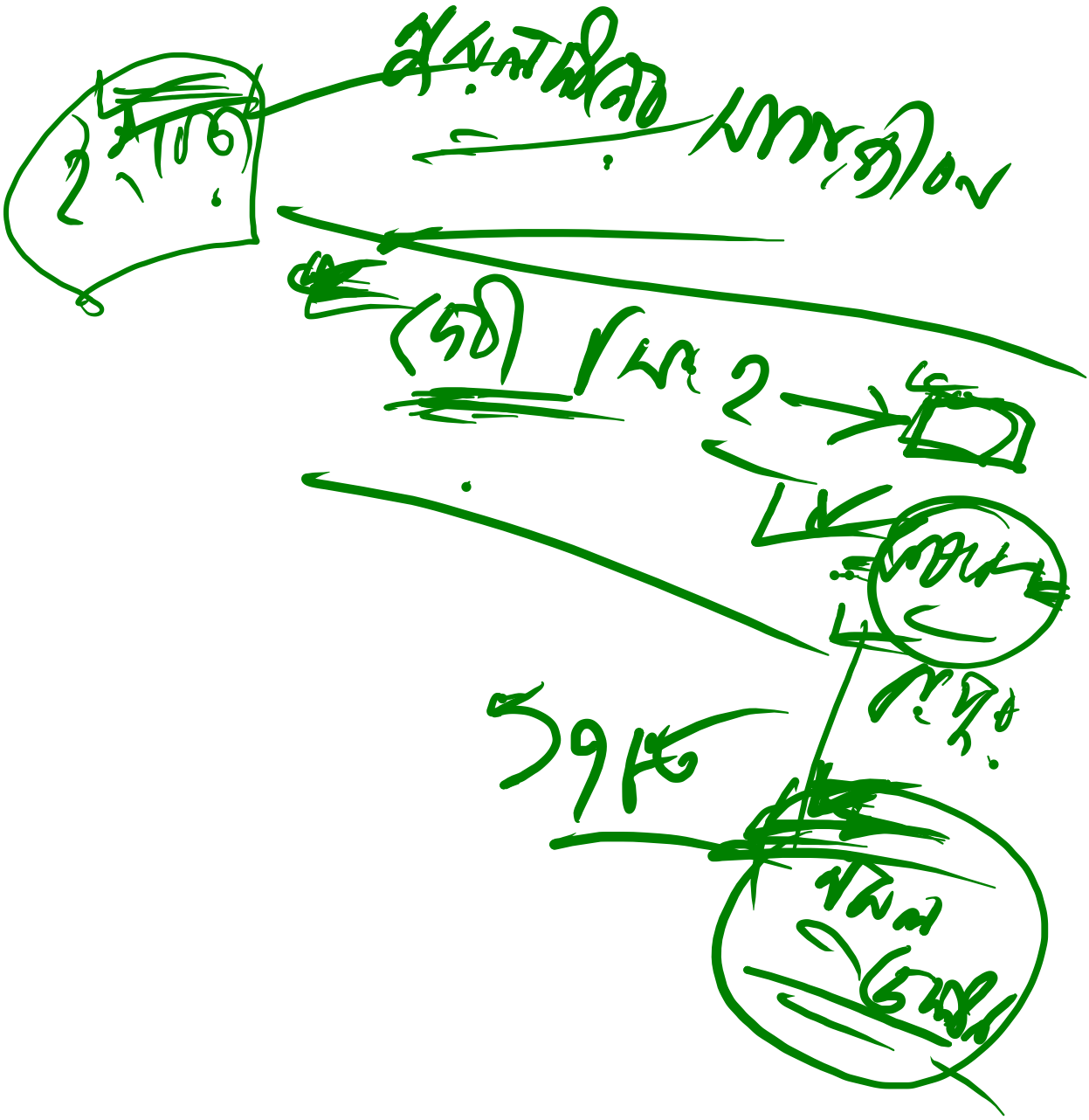

সৈয়দ শামসুল হক

❖ **পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়ঃ** বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত কাব্যনাট্য পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। এটি বাংলাদেশে সর্বাধিক মঞ্চ সফল কাব্যনাট্য। ঘটনাগুলো মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকের। মাতব্বর পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর দালালি করেছে। এখন মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় আসন্ন। তারা গ্রামে প্রবেশ করেছে। তাদের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অবশেষে মুক্তিযোদ্ধারা মাতব্বরকে হত্যা করে। আঞ্চলিক শব্দের যথার্থ ও কুশালী প্রয়োগ এবং যুদ্ধকালীন জীবন বাস্তবতা নাটকটিকে অসামান্য করেছে।

❖ **সৈয়দ শামসুল হক সব্যসাচী কি না?**

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বুদ্ধদেব বসুর পর অনেক সমালোচকের মতে সৈয়দ শামমুল হক সব্যসাচী লেখক। কেননা তিনি একাধারে কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, সিনেমার চিত্রনাট্য ইত্যাদি লিখেছেন। তাই তিনি সব্যসাচী। তবে, অনেকের মতে তাঁকে সব্যসাচী বলেছে তাঁর কিছু ভক্ত এবং অনুরাগীরা। এর নেপথ্যে, সব্যসাচী প্রকাশনী থেকে তাঁর অনেক লেখা বের হবার বিষয়টিকে তারা কারণ হিসাবে উপস্থাপন করেন।

শওকত ওসমান

- **জন্ম** : ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়
- **আসল নাম** : শেখ আজিজুর রহমান (সাহিত্যিক ছদ্মনাম – শওকত ওসমান)।
- **উপাধি** : 'অগ্রবর্তী আধুনিক মানুষ' (হুমায়ুন আজাদ তাঁকে এ উপাধি দেন)।
- **মৃত্যু** : ১৯৯৮ সালে ১৪ মে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান।

উপন্যাস		নাটক
➢ জাহান্নম হইতে বিদায় (৭১) ➢ দুই সৈনিক ➢ জলাঙ্গী ➢ নেকড়ে অরণ্য ➢ আর্তনাদ (৫২) ➢ **ক্রীতদাসের হাসি** (রূপকধর্মী এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। চরিত্র- বাদশা হারুন অর রশীদ, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার-১৯৬৬)	➢ **জননী** (চরিত্র- দরিয়া বিবি, ইয়াকুব) ➢ বনী আদম ➢ সমাগম ➢ চৌরসন্ধি ➢ পতঙ্গ পিঞ্জর ➢ রাজপুরুষ ➢ রাজা উপাখ্যান ➢ রাজসাক্ষী	➢ আমলার মামলা ➢ কাঁকরমণি ➢ বাগদাদের কবি ➢ পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা ➢ তস্কর ও লস্কর

শওকত ওসমান

গল্পগ্রন্থ		শিশুতোষ	প্রবন্ধগ্রন্থ
➢ জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প	➢ সাবেক কাহিনী	➢ ওটেন সাহেবের বাংলো	➢ সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই
➢ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী	➢ পুরাতন খঞ্জর	➢ ক্ষুদে সোশালিস্ট	
➢ পিজরাপোল	➢ প্রস্তর ফলক		
➢ জন্ম যদি তব বঙ্গে			

শওকত ওসমান

❖ **জাহান্নম হইতে বিদায়ঃ** ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিককার প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গাজী রহমান নামের একজন স্কুল শিক্ষক। যুদ্ধে তার এবং তার স্কুলের সম্পৃক্ততা থাকে। ফলে গাজী রহমানের জীবন হুমকির মুখে পতিত হয়। দ্বিধাগ্রস্থ গাজী একসময় ভারতে চলে যেতে যায়। অবরুদ্ধ জাহান্নাম স্বরূপ বাংলাদেশের চিত্র ফুটে ওঠেছে এই উপন্যাসে।

❖ **ক্রীতদাসের হাসিঃ** ক্রীতদাসের হাসি একটি প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায় বাগদাদের খলিফা হারুন অর রশীদের ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহের জানের মাঝে প্রেম। কিন্তু তাদের প্রেমে বাধা সৃষ্টি করেন খলিফা স্বয়ং। খলিফা তাদেরকে বন্দি করে নির্যাতন করেন। এতে তাদের প্রণয়কালীন সেই হাসি আর দেখা যায় না। তাতারি না হেসে আমৃত্যু সে নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। উপন্যাসে প্রতীকের আড়ালে পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতন ও শোষণের কথা বলা হয়েছে যেখানে আইয়ুব খান হারুন অর রশীদ তাতারি বাঙালি জনগণ আর তার হাসি বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক।

মুনীর চৌধুরী

- **জন্ম** : ১৯২৫, ঢাকার মানিকগঞ্জে। পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালী।
- **পারিবারিক নাম** : আবু নয়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী।
- **অবদান** : বাংলা টাইপরাইটারের জন্য উন্নতমানের কী-বোর্ড উদ্ভাবন করেন, যার নাম মুনীর অপ্টিমা।
- **পুরস্কার** : সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৬); পরবর্তীতে বর্জন করেন।
- **মৃত্যু** : ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর, মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের সহযোগী আল-বদর বাহিনী তাঁর বাবার বাড়ি থেকে অপহরণ করে ও সম্ভবত ঐদিনই তাঁকে হত্যা করে।

মুনীর চৌধুরী

❖ অনুবাদ নাটক--

- **কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৯):** জর্জ বার্নার্ড শ'র You never can tell-এর বাংলা অনুবাদ।
- **রূপার কৌটা (১৯৬৯):** জন গলজ্ওয়ার্দির The Silver Box-এর বাংলা অনুবাদ।
- **মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০):** উইলিয়াম শেক্সপিয়রের Taming of the Shrew-এর বাংলা অনুবাদ।
- **ওথেলো (অসমাপ্ত):** মৃত্যুর পর তাঁর অগ্রজ কবীর চৌধুরী বাকি অংশ অনুবাদ করেন।

মুনীর চৌধুরী

❖ **রক্তাক্ত প্রান্তরঃ** ১৭৬১ সালের পানিপথের ৩য় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক রক্তাক্ত প্রান্তর। এই যুদ্ধে মুসলিমরা সম্মিলিতভাবে মারাঠা বর্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং মারাঠাদের পরাজিত করে। নাটকে যুদ্ধের পাশাপাশি প্রেম, বিরহ, কামনা, বাসনা নেতৃত্তের নানা গুণ ইত্যাদি ফুটে ওঠেছে। যুদ্ধ যে প্রকৃতপক্ষে কাউকেই বিজয়ী করে না, এটি একটি বিরাট ধ্বংস লীলামাত্র এই বার্তাটি দেওয়া হয়েছে এই নাটকের মাধ্যমে।

❖ **কবরঃ** ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত নাটক কবর। এটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলোর একটি। আন্দোলনে নিহত ভাষা শহিদদের লাশ গুম করে দাফনের চেষ্টা করে পাকিস্তানপন্থী নেতা ও পুলিশ অফিসার হাফিজ। কিন্তু গোরস্থানে তাদের এই অপকর্মে বাধা দেয় মুর্দা ফকির যে গোরস্থানেই বাস করে। তাদের এই গোলযোগে সফল শহিদেরা মূর্ত হয়ে প্রতিবাদ করতে থাকে। তারা বলে যে তারা কবরে যাবে না। এরকম নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি অসামান্য আবেগ নিয়ে শেষ হয় নাটক কবর।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

- **জন্ম** : ১৯৪৩, গাইবান্ধা (মামার বাড়ি)।
- **পূর্ণনাম** : আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস (**ডাকনাম**- রঞ্জু)।
- **পিতার বাড়ি** : বগুড়া।
- **বেড়ে উঠেছেন** : পুরান ঢাকা।
- **সাহিত্যে বিশেষত্ব** : পুরান ঢাকার ভাষা ব্যবহার ও ইতিহাস সচেতনতা।
- **মৃত্যু** : ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

উপন্যাস	প্রবন্ধগ্রন্থ	গল্পগ্রন্থ
➢ **চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭)** (এটি প্রথম উপন্যাস, বিষয়বস্তু: ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান) ➢ **খোয়াব নামা** (বিষয়বস্তু: ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা)	➢ সংস্কৃতির ভাঙা সেতু	➢ অন্য ঘরে অন্য স্বর ➢ খোঁয়ারি ➢ দুধেভাতে উৎপাত ➢ দোজখের ওম ➢ জাল স্বপ্ন: স্বপ্নের জাল

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

❖ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও উপন্যাস:

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত এক মহাকাব্যিক উপন্যাসের নাম খোয়াবনামা। এর প্রেক্ষাপট বিশাল। এতে স্থান পেয়েছে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর তেভাগা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায়ও এক অসামান্য দলিল। চিলেকোঠার সেপাই উপন্যাস রচিত হয়েছে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে। এই উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি চরিত্রের মানসিক বিশ্লেষণ অসাধারণভাবে ফুটে ওঠেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- **জন্ম** : ১৮৭৬ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলি দেবানন্দপুরে।
- **অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক** : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি চব্বিশ বছর বয়সে মনের ঝোঁকে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।
- **ছদ্মনাম** : অনিলা দেবী (ডাকনাম : ন্যাঁড়া)।
- **তাঁর লেখা প্রথম গল্প** : মন্দির
- **তাঁর প্রথম উপন্যাস** : বড়দিদি
- **তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা ও আত্মজৈবনিক উপন্যাস** : শ্রীকান্ত (৪ খণ্ড)
- **সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যে উপন্যাসটি** : পথের দাবী
- **নারীর অধিকার প্রবন্ধ** : নারীর মূল্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

➲ **উপন্যাস** : শ্রীকান্ত (১ম-৪র্থ খণ্ড), চরিত্রহীন, পল্লীসমাজ, বড়দিদি, গৃহদাহ, দেবদাস, দত্তা, দেনা-পাওনা, শেষপ্রশ্ন, পথের দাবী, শুভদা, শেষের পরিচয়, পণ্ডিতমশাই, পরিণীতা, অরক্ষণীয়া, নিষ্কৃতি, বিরাজ বৌ, বিপ্রদাস।

➲ **গল্প** : মন্দির, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, বিলাসী।

➲ **উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ** : নারীর মূল্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

❖ **উপন্যাসিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়নঃ** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁর উপন্যাস যেন এক অনবদ্য শিল্পের নাম। তাঁর উপন্যাসে নর-নারীর প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, সমাজচিত্র, রাজনৈতিক চেতনা, অসামান্য জীবন দর্শন এক কথায় মানবজীবনের প্রতিটি দিক মূর্ত। গৃহদাহ যেমন রাজনৈতিক উত্তাপে ভরপুর অন্যদিকে দেবদাস আবার প্রেম বিরহের এক গাঁথা। শ্রীকান্ত উপন্যাসে শরৎ মানব জীবনের এক মহৎ শিল্পী। পল্লীসমাজে তুলে ধরেছেন গ্রামীণ কুটিলতা, হিংসা-বিদ্বেষ, সর্বোপরি আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনের এক অপূর্ব দলিল এটি। সর্বোপরি, শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী।

হুমায়ূন আহমেদ

➲ **জন্ম** : ১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর, নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জে নানার বাড়িতে। **ডাকনাম**- কাজল

➲ **পরিচিতি** : তাঁর পিতা শহিদ ফয়জুর রহমান, মাতা আয়েশা ফয়েজ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

➲ **মৃত্যু** : ২০১২ সালের ১৯ জুলাই, কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কের বেলেভ্যু হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে নুহাশ পল্লীতে দাফন করা হয়।

হুমায়ূন আহমেদ

উপন্যাস	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	আত্মজীবনী
➢ নন্দিত নরকে ➢ শঙ্খনীল কারাগার ➢ অয়োময় ➢ এইসব দিনরাত্রি ➢ বহুব্রীহি ➢ দারুচিনি দ্বীপ ➢ দুই দুয়ারী ➢ কোথাও কেউ নেই ➢ কৃষ্ণপক্ষ ➢ হিমু ➢ শ্রাবণ মেঘের দিন ➢ কবি ➢ শুভ্র ➢ রজনী ➢ দেয়াল	➢ সৌরভ ➢ আগুনের পরশমণি ➢ সূর্যের দিন ➢ অনিল বাগচীর একদিন ➢ শ্যামল ছায়া ➢ জোছনা ও জননীর গল্প ➢ নির্বাসন ➢ একাত্তর এবং আমার বাবা	➢ আমার ছেলেবেলা ➢ বলপয়েন্ট ➢ কাঠপেন্সিল

হুমায়ূন আহমেদ

❖ টিভি নাটক:

- কোথাও কেউ নেই
- আজ রবিবার
- বহুব্রীহি
- নক্ষত্রের রাত
- উড়ে যায় বকপক্ষী
- এইসব দিনরাত্রি
- অয়োময়
- অপরাহ্ন
- কালা কইতর
- হিমু

❖ চলচ্চিত্র:

- শঙ্খনীল কারাগার
- চন্দ্রকথা
- নিরন্তর
- আমার আছে জল

❖ যা জানা প্রয়োজন:

➢ তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'দেয়াল'। এটি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসভিত্তিক রাজনৈতিক উপন্যাস। বিতর্কের কারণে উপন্যাসটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

➢ 'তোমার জন্য ভালবাসা' তাঁর প্রথম বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য।

➢ 'তুই রাজাকার' হুমায়ূন আহমেদের 'বহুব্রীহি' নাটকের সংলাপ।

➢ 'ঘেটুপুত্র কমলা' তাঁর সর্বশেষ চলচ্চিত্র।

➢ হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্ট চরিত্র- হিমু, মিসির আলী, বাকের ভাই, রূপা, শুভ্র। 'দেবী' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে 'মিসির আলী' এবং 'কোথাও কেউ নেই' উপন্যাসের মাধ্যমে 'বাকের ভাই' চরিত্রের পরিচয় ঘটে।

➢ তাঁর জনপ্রিয় এবং কাল্পনিক চরিত্র 'হিমু'র আসল নাম হিমালয়। সে বেকার এবং পকেটবিহীন হলুদ পাঞ্জাবী তার পোশাক। ময়ূরাক্ষী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই চরিত্রটির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

হুমায়ূন আহমেদ

❖ **উপন্যাসিক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের মূল্যায়নঃ** আধুনিক বাংলা সাহিত্যে (১৯৬০ পরবর্তী) বিশেষত কথা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পঠিত। বাংলা সাহিত্য প্রেমীদের অনেকগুলো জনপ্রিয় উপন্যাস ও চরিত্র উপহার দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলোর মাঝে নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি, অয়োময়, কোথাও কেউ নেই, আজ রবিবার, শ্যামল ছায়া, জোছনা ও জননীর গল্প অন্যতম। এগুলো মধ্যবিত্ত জীবনের টানা পোড়েন ও সুখ-দুঃখ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল। চারপাশের জীবন বাস্তবতাকে নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন কলমে। নন্দিত নরকে যেমন মধ্যবিত্ত জীবনের হাহাকার অন্যদিকে আগুনের পরশমণিতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে মুক্তিযুদ্ধ। কোথাও কেউ নয় যেন জীবনের এক মহাকাব্যিক উপাখ্যানের নাম। মানব জীবনের চূড়ান্ত দর্শন গুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন বাকের ভাই। অপরদিকে, লজিক আর এন্টি লজিকের সমন্বয় ঘটেছে মিসির আলী ও হিমু চরিত্রে। একজন লেখক কর্তৃক এমন দুই মেরুর চরিত্রের সফল রূপায়ন বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে বিরল। সর্বোপরি, হাল আমলে উপন্যাস সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড হুমায়ূন আহমেদ।

- **রাইফেল রোটি আওরাত: এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস।** আনোয়ার পাশার অসাধারণ সৃষ্টি এ উপন্যাসটি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসে এটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশে যে তাণ্ডবলীলা চলেছে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসটি। ১৯৭১ সালের মার্চের ভয়াবহ দিনগুলো এবং এপ্রিলের প্রথমার্ধের কিছু দিন নিয়ে উপন্যাসটির পরিধি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এর আবেদন এ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালির বেদনা আর আশা-নিরাশার রূপ এমনভাবে তিনি উপস্থাপন করেছেন যা সবসময় সীমাকে অতিক্রম করে অসীমে পৌঁছে যায়। তিনি ভাষা ব্যবহার, চরিত্র নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র অসাধারণভাবে চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাস।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

- **দুই সৈনিক; নেকড়ে অরণ্য:** শওকত ওসমান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছেন। পাকিস্তানি নিষ্ঠুর শাসক গোষ্ঠী কীভাবে বাঙালিদের শোষণ করতো তার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে। প্রতিবাদ করেছেন রূপকের অন্তরালে বসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বসে ছিলেন না। তাঁর কলম থেমে যায়নি। তিনি 'দুই সৈনিক', 'নেকড়ে অরণ্য' ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক। 'দুই সৈনিক' উপন্যাসে তিনি মুক্তিযুদ্ধের কলঙ্কময় দিক তুলে ধরেছেন। আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদেরই করুণ পরিণতি ডেকে এনেছেন। তারই চিত্র অঙ্কন করেছেন দুই সৈনিক উপন্যাসে। 'নেকড়ে অরণ্য' উপন্যাসে তিনি এদেশের নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত নারীদের চিত্র তুলে ধরেছেন। কীভাবে তাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই দেখিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

- **জলাঙ্গী:** শওকত ওসমানের অন্যতম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'জলাঙ্গী'। জলাঙ্গী-কে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের ট্র্যাজিক উপন্যাস। গ্রামের কৃষক পরিবারের শহরে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র জামিরালি এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। পিছুটানহীন ছাত্র সমাজের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি মুখ্য হয়ে উঠেছে এ কেন্দ্রীয় চরিত্রের মাধ্যমে। কেবল মুক্তিযুদ্ধ কিংবা পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার কথা এখানে বলা হয়নি। তার সঙ্গে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির বিশ্লেষণ।

- **নিষিদ্ধ লোবান ও নীল দংশন:** মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৃত্ত ভাঙ্গার চেষ্টা রয়েছে সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে। পাকিস্তানি মিলিটারি কর্তৃক বিধ্বস্ত গ্রামবাংলা তাঁর 'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের পটভূমি। যে সমস্ত বাঙালির মৃতদেহ দাফন না করার কথা বলেছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা, তাদের দৃষ্টিতে এরা দেশদ্রোহী হলেও আসলে ছিল দেশপ্রেমিক। তাঁর 'নীল দংশন' উপন্যাসেও স্বতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

❑ ছোটগল্প ও মুক্তিযুদ্ধ:

➲ **কয়েকটি মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ছোটগল্প হলো-**

- শাহরিয়ার কবীর- একাত্তরের যীশু
- শওকত ওসমান- জন্ম যদি তব বঙ্গে
- যুদ্ধ জয়ের গল্প (১৯৮৫)
- বীরাঙ্গনার প্রেম (১৯৮৮)
- আকাশে প্রেমের গল্প (১৯৮৯)
- আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি (১৯৯১)
- অলৌকিক সুন্দরী (১৯৯৪)
- হাসান আজিজুল হক- নামহীন গোত্রহীন
- আব্দুল গাফফার চৌধুরী- বাংলাদেশ কথা কয়
- গাঙচিল (১৯৮৬)
- স্বপ্ন মিছিল (১৯৮৯)
- স্বপ্ন সমুদ্রে বনদেবীরা আছে (১৯৯০)
- নির্বাচিত প্রেমের গল্প
- উল্কি একটি প্রেমের গল্প (১৯৯)

বাংলা নাটকে মুক্তিযুদ্ধ:

➲ **বাংলাদেশের অনেক নাট্যকার মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাট্যরূপ দিয়েছেন।** যেমন- আলাউদ্দিন আল আজাদ- **নরকে লাল গোলাপ;** নীলিমা ইব্রাহিম- **যে অরণ্যে আলো নেই;** মমতাজ উদ্দীন আহমেদ- **বকুল পুরের স্বাধীনতা** প্রভৃতি। এসব নাটকে নাট্যকারগণ রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন চিত্র। আর এসব দেখে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হচ্ছে।

➲ **'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়':** মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে ধারণ করে রচিত নাটকের মধ্যে অন্যতম হলো সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকটি। মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে যেসব নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে সার্থক নাটক হলো 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। নাটকটির রচনাকাল ১৯৭৬ সাল। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকটি অবর্তিত হয়েছে যেখানে পাকসেনারা গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের মাতব্বর নিজের মেয়েকে পাক সেনাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। মাতব্বরের সামনেই মেয়েটি আত্মহত্যা করে। মাতব্বরের বুকফাটা হাহাকার ও আর্তনাদ আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

২. [illegible]
[illegible] ৫টি [illegible]

(১) [illegible]
(২) [illegible]
(৩) [illegible]

২. [illegible] ৩টি [illegible]
(১) [illegible]
(২) [illegible]
(৩) [illegible]

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

কবিতা ও মুক্তিযুদ্ধ:

- সত্তরের দশকে বাংলা সাহিত্যের কবিরা তখন নিতান্তই তরুণ, কেউ কেউ কবিতায় কিশোর। তাঁদের আবেগ ছিল অসীম, অতি মাত্রায়। অসম্ভবকে সম্ভব করার অসীম বাসনা লালনকারী এঁরা। তাঁদের কবিতা যেমন মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত করেছিল তেমনি তাঁরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা।

- **'এখনও জ্যান্ত মানুষের মতো':** হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর 'এখনও জ্যান্ত মানুষের মতো' কবিতায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি আক্রমণে বিধ্বস্ত বাংলার ছবি এঁকেছেন এবং শোকের মধ্য দিয়েই শক্তি খুঁজেছেন:

'ভোর আমার সহোদরদের
শাহাদাতের শোকচিত্রে নিদারুণ
দুপুর আমার নিকটতম স্বজনদের
অপঘাত তিরোধানে নিরেট হাহাকার'।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ

- **পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন** '৭১ সালের যুদ্ধের কিছু নির্মম, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনাকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। যেমন- 'মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান
  পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান'

- **'শহীদ স্মরণে':** মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ চেতনায় প্রভাবিত আরেক কবি **মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান**। তিনি 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় বলেছেন এভাবে-
  'বাংলার নগর বন্দর/গঞ্জ বাষট্টি হাজার গ্রাম
  ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল/হয়ে ফোটে।'

- আধুনিক কবি **নির্মলেন্দু গুণ** তাঁর বিভিন্ন কবিতায় স্বাধীনতার আকুতি তুলে ধরেছেন। তিনি ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে নিঃশব্দ, অন্যের মুখাবয়বে তুলে ধরেন স্বাধীনতাকে এভাবে-
  'আমি কিছুই বলব না,/আর মুখের দিকে চেয়ে থাকা
  সারি সারি চোখের ভিতর/বাংলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে দেখবো।'

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বাতন্ত্র্য নিরুপণ করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর পরিচয় দিন। [৪৪তম বিসিএস]
- 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। [৪১তম বিসিএস]
- ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন। [৪১তম বিসিএস]
- শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন। [৪০তম বিসিএস]
- সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাটকটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন। [৪০তম বিসিএস]
- কবি শামসুর রাহমানের চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রূপকার্থ ব্যাখ্যা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কেন সফল? [৩৭তম বিসিএস]
- 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। [৩৫তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বাংলা নাটকের মূল্যায়ন করুন। [৩৫তম বিসিএস]
- 'মজলুম আদিব' কে? এ নামে তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করেন? [৩৪তম বিসিএস]
- 'গৃহদাহ' উপন্যাসের সুরেশ চরিত্রটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' কার রচনা? এটি কোন ধরনের সৃষ্টিকর্ম? [৩১তম বিসিএস]
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস অথবা হাসান আজিজুল হকের ঔপন্যাসিক পরিচয় দিন। [৩১তম বিসিএস]
- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের নাটক সম্পর্কে ধারণা দিন। [৩১তম বিসিএস]
- 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণ কী? [৩০তম বিসিএস]
- শামসুর রাহমানের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিন। [২৯তম বিসিএস]
- 'রিষাদসিন্ধু' গ্রন্থের নামের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন। [২৮তম বিসিএস]
- 'বিষাদসিন্ধু' কার লেখা? তাঁর একটি গ্রন্থের নাম লিখুন। [২৭তম বিসিএস]
- 'কবর' নাটক কে লিখেছেন? তাঁর আরো একটি নাটকের নাম লিখুন। [২৭তম বিসিএস]

BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়